অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৩, ১৪ই আগষ্ট, ১৯২৬	১ম সংখ্যা

সার কথা

ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, প্রভুরও প্রভু কে?

এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৭।১৪)

ভক্তের নিকট ভগবান্ কি গুপ্ত?

মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধে, তবু না লুকায়।
'ঈশ্বর-স্বভাব' তোমার ঢাকা নাহি যায়॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১১৯)

গৌরপ্রেম বন্যা কিরূপ?

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুব, সকলই ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবিল জগতের জন॥
(চৈঃ চঃ আদি ৭।২৫-২৬)

প্রভুর কৃপা কি দেশকাল-পাত্রাবদ্ধ?

তাঁ'-সবারে কৃপা করি' প্রভু ত' চলিলা।
সেই ত' পাঠান সব 'বৈরাগী' হৈলা॥
'পাঠান-বৈষ্ণব' বলি' হৈল তা'র খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাহিয়ে বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি॥
সেই বিজলী-খাঁন হৈল 'মহা ভাগবত'।
সর্ব্বতীর্থে হৈল তাঁ'র পরম-মহত্ত্ব॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।২১০-২১২)

সাধুসঙ্গে অপরাধনির্ম্মুক্তি ব্যতীত কি নামোদয় সম্ভব?

সার্ব্বভৌম-সঙ্গে তোমার কলুষ হৈল ক্ষয়।
'কল্মষ' ঘুচিলে জীব 'কৃষ্ণনাম' লয়॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।২৭৬)

গৌরলীলা কি নিত্য নহে?

অদ্যাপিও চৈতন্য এ' সব লীলা করে।
যা'র ভাগ্যে থাকে, সে দেখয়ে নিরন্তরে॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৫০৮)

প্রভু-কথিত 'ব্রাহ্মণ'-সংজ্ঞা কি?

সহজ-নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসতি এই যোগ্যস্থান হয়।
'মাৎসর্য্য-চণ্ডাল' কেনে ইহাঁ বসাইলা।
পরম-পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা॥
(চৈ চঃ মধ্য ১৫।২৭৫)

মানদ-ধর্ম্মই কি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নহে?

অহঙ্কার ধর্ম্ম এই কভু ভাল নহে।
বুঝ এই ভাগবতে যেন মত কহে॥
ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি'।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি'॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী যা'র ইথে নাহি রতি॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।২৬,২৮-২৯)

উপায়- সবলা

মঙ্গলাচরণ

"গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ-বাঞ্ছিত-পূরণ ॥"
(চৈঃ চঃ আদি ১।২০-২১)

আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সেবার বিঘ্ন-বিনাশ ও অভীষ্টসেবা-সিদ্ধির জন্য গ্রন্থের আরম্ভে শ্রীগুরুদেব, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের নমস্কার ও যশঃকীর্ত্তনাদির দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিবার আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন। আচার্য্যের আচরণের অনুবর্ত্তন করাই অনুগামিগণের কর্ত্তব্য। তদনুসারে আমরা আজ নব বর্ষের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিতেছি।

সেবা-সাধন-পথ কোটী কণ্টক-রুদ্ধ। যদিও ভক্তিপথই একমাত্র সমীচীন পথ এবং মঙ্গলপ্রদ ও অকুতোভয় (ভাঃ ৬।১।১৭), যদিও, ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়া মনুষ্য চক্ষু নিমীলন পূর্ব্বক ধাবিত হইলেও, কখনও সে প্রত্যবায়গ্রস্ত বা ফলপ্রাপ্তি হইতে ভ্রষ্ট হয় না (ভাঃ ১১।২।৩৫), তথাপি সেই পথ আশ্রয় করিবার পূর্ব্বে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়, সাধনপথে চলিতে চলিতেও আমাদের 'দুর্দ্দৈব' নানাবিধ বিঘ্ন উপস্থিত করে। ভক্তি, পদবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; উহা নির্ম্মৎসর সাধুগণেরই একমাত্র ভজনীয়। মৎসর পুরুষগণ,—এমন কি দেবতাগণ কোনও ব্যক্তিকে সেই শ্রেষ্ঠা পদবীতে আরোহণ করিতে দেখিয়া মনে করেন যে, 'এই ব্যক্তি ভক্তি-বলে নিশ্চয়ই আমাদিগকেও অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, সুতরাং ইহাকে বাধা দেওয়া যাউক'—এইরূপ বিচার করিয়া দেবতাগণও নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থাপিত করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তিপথে ঐ সকল বিঘ্ন ভক্তির দৃঢ়তাই সম্পাদন করিয়া থাকে। অন্যের পক্ষে যাহা বিঘ্ন, ভক্তের পক্ষে তাহাই ভক্তিবৃদ্ধিকর বা ভক্তির পরিপোষক।

তথা ন তে মাধব ! তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধ-সৌহৃদাঃ।
ত্বয়াঽভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥
(ভাঃ ১০।২।৩৩)

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মাধব, আপনাতে আসক্ত ভক্তগণ কখনও বিপথে গমন করেন না। আপনি তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া তাঁহারা নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন। বিঘ্নসৈন্যগণের সেনাপতির মস্তককে সোপান তুল্য করিয়া তাঁহারা বৈকুণ্ঠে আরোহণ করেন। সুতরাং ভক্তি-বিঘ্ন-বিনাশনের জন্য একমাত্র গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানেরই শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানেরই প্রকাশ-বিগ্রহ। আমরা তাঁহাকে বন্দনা করিতেছি। তিনি অনুক্ষণ ভগবৎ-কীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছু করেন না। তাঁহার কৃপায়ই আমরা ভগবানের স্বরূপ, নাম, রূপ, গুণ, লীলা—সব জানিতে পারি। তাঁহার বাণীই শ্রুতি। তিনি অশ্রৌত কথা বলেন না। তাঁহার কৃপায় মূকও বাচালতা প্রাপ্ত হয়, তাঁহার কৃপায় জীবের জিহ্বায় শুদ্ধা সরস্বতী বা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। তাঁহার কৃপায় জীব হরিগুণ-কীর্ত্তনে অধিকারী হন। তাঁহার শ্রীমুখেই শ্রীহরির 'যশোরত্নভাণ্ডার'। এই অমূল্যনিধি শ্রীহরি একমাত্র তাঁহার প্রিয়তম (শ্রীগুরুদেব) সন্নিধানেই গচ্ছিত রাখিয়াছেন।

"ইষ্টদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায় ॥
সহস্র-বদন বন্দো প্রভু বলরাম।
যাঁহার সহস্রমুখে কৃষ্ণ-যশোধাম ॥
মহারত্ন থুই যেন মহাপ্রিয়-স্থানে।
'যশোরত্ন ভাণ্ডার' শ্রীঅনন্ত-বদনে ॥
অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য-কীর্ত্তন ॥
তাঁহার চরিত্র যেবা জনে শুনে গায়।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য তা'রে পরম সহায় ॥
মহাপ্রীত হয় তা'রে মহেশ-পার্ব্বতী।
জিহ্বায় স্ফুরয়ে তা'র শুদ্ধা সরস্বতী ॥"
(চৈঃ ভাঃ আদি ১।১১ ১৪, ১৮-১৯)

শ্রীগুরু নিত্যানন্দ সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বতোভাবে অনুক্ষণ গৌরসেবায় মগ্ন। তাঁহার সেই চরিত্র শ্রবণকীর্ত্তনে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর পরম সহায় হন; বৈষ্ণবাগ্রগণ্য মহেশ-পার্ব্বতী মহাপ্রীত হন। বলদেবের কৃপায় যাবতীয় হৃদয়-দৌর্ব্বল্য বা অনর্থ বিদূরিত হয়, সেবোন্মুখ জিহ্বায় তখন শুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্ত-

বাণী নৃত্য করিতে থাকেন। এক গুরুদেবের চরিত্র-শ্রবণ-কীর্ত্তনে যুগপৎ 'গুরু', 'বৈষ্ণব' ও 'ভগবান্' তিনেরই স্মরণ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের এত মহত্ব। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও ভগবান্—একই বস্তু, তিনে—এক, একে তিন—পরস্পর অচিন্ত্য- ভেদাভেদ-লীলা।

গুরুর স্মরণ নিষ্কপট হইলেই আমাদের 'বিঘ্নবিনাশ' ও "অভীষ্টপূরণ" হইতে পারে। কপটতাপূর্ব্বক গুরুর স্মরণের ছল বা গুরুব্রুবের স্মরণে বিঘ্নেরই আবাহন করা হয়। "আদৌ গুরুপদাশ্রয়ঃ"। বহির্ম্মুখ জগৎ দুঃসঙ্গে ভরা; এই জন্যই করুণাময় ভগবান্ তাঁহার কোনও প্রিয়তম নিজজনকে সাধুশ্রেষ্ঠ মহান্ত-গুরুরূপে প্রেরণ করেন। চতুর্দ্দিকে আমাদিগকে যে সকল দুঃসঙ্গ ঘিরিয়া রহিয়াছে, প্রতিমুহূর্ত্তে, প্রতিক্ষণে যে সকল অসৎসঙ্গ মনোমুগ্ধকর বিবিধ বেশ রচনা করিয়া আমাদিগকে বিপথগামী করিতেছে, সেই দুঃসঙ্গের করাল কবল হইতে উদ্ধার করিতে একমাত্র বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেবই সমর্থ। সেই অপ্রাকৃত-বস্তু শ্রীগুরুদেব প্রাণী-রাজ নর বা নরোত্তমরূপে আমাদের দৃষ্টি-সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া, যদি আমরা তাঁহাতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করি ও তাঁহার প্রতি অসূয়া অর্থাৎ প্রাকৃত-জড়তা-বশতঃ মৎসর হইয়া তাঁহাকে নিজের ন্যায় শাসনযোগ্য মনে করি এবং তাঁহাকেই সর্ব্বতোভাবে আমার শাস্তা এবং একমাত্র সেব্য মনে না করি, তাহা হইলে কোটীজন্মেও আমাদের 'বিঘ্ন-বিনাশ' বা "অভীষ্ট-পূরণ" হইবে না। অপিচ প্রবল বিঘ্ন-স্রোত আমাদিগকে উত্তালতরঙ্গ ও নক্রমকরাদি সঙ্কুল অন্যাভিলাষ-সাগরে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া তথায় 'হাবু ডুবু' খাওয়াইবে।

জগতে আমার ন্যায় শতকরা কিঞ্চিন্ন্যূন শতজনের কেন-ই বা বিঘ্ন-বিনাশ ও 'অভীষ্টপূরণ' হয় না? ইহার কারণ কি, তাহার অনুসন্ধানে আমরা জানিতে পারি যে, আমরা আমাদের জীবন-গ্রন্থ খুলিবার প্রারম্ভেই মঙ্গলাচরণ করিতে ভুলিয়া যাই অথবা 'অমঙ্গলাচরণকেই' 'মঙ্গলাচরণ' বলিয়া ভাবি। ভগবদভিন্নতনু শ্রীগুরুদেবে আমাদের মর্ত্ত্যবুদ্ধি ও তজ্জন্য অসূয়াবৃত্তি বিদূরিত হয় না। তাই, আমরা তাঁহার চরণে নিষ্কপটে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না। বেদবাক্য, ভাগবত-বাক্য, গীতা-বাক্য লঙ্ঘন করিয়া গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি ও ভগবানে ভোগ-বুদ্ধি, শিলা, পাথর, কাঠ, মাটী বুদ্ধি করিয়া থাকি।

লঘুকে বা গুরুব্রুবকে 'গুরু' বলিয়া কল্পনা করিয়া নিলেও বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয় ও অভীষ্ট-প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যথা—

"স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি যো গৃহ্লীয়াদদীক্ষয়া।
তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে তু দেবতাশাপ আপতেৎ॥"
—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ২।৫

অর্থাৎ স্নেহ-বশতঃ বা লোভবশতঃ যে 'গুরু' দীক্ষা দেন এবং ভালবাসার খাতিরে বা কোনরূপ লোভের আশায় যিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন।

"যো বক্তি ন্যায়-রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥"
হঃ ভঃ বিঃ ১।৬২

যিনি (আচার্য্যবেশে) অন্যায় অর্থাৎ সাত্বতশাস্ত্র-বিরোধিনী কথা কীর্ত্তন করেন, যিনি (শিষ্যরূপে) অন্যায়-ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অক্ষয়কালের জন্য ঘোর নরকে গমন করেন।

অতএব আমরা নিরন্তর হরিকীর্ত্তনে মগ্ন, অবঞ্চক, পরদুঃখ-দুঃখী, আদর্শ শ্রীগুরুদেবের শরণগ্রহণের জন্য যেন আজ হইতে দৃঢ়সঙ্কল্প ও ব্যাকুল হইতে পারি।

গুরুর সেবকগণ —বৈষ্ণব, ভগবৎ-সেবকগণ—বৈষ্ণব। তাঁহাদের চরণে যেন নিষ্কপটে নিবেদন করিতে পারি—

"বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া-পদ-ছায়া, শোধহ আমারে,
তোমার চরণ ধরি॥

* * *

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
'আমিত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি',
ধাই তব পাছে পাছে॥"

অথবা "কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁ'র দাস"—সকলেই যখন স্বরূপতঃ বৈষ্ণব, তখন যাঁহারা হরিগুরুবৈষ্ণব বিদ্বেষী তাঁহাদিগকেও দূর হইতে বন্দনা করিয়া বলি,—"হে

স্বরূপতঃ কৃষ্ণ-দাসগণ! আপনারা বিরূপগ্রস্ত হইয়া আমাদের সেবাপথে যে বিঘ্নোৎপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আমরা সেই সকল বিঘ্নকেই আমাদের বিচরণ-ক্ষেত্রের সোপান করিয়া বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে আরোহণ পূর্ব্বক আমাদের অভীষ্ট পূরণ করিব।"

সর্ব্বশেষে আমরা অদ্বয়জ্ঞান-ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরকে বন্দনা করি। তিনি রাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু, বিপ্রলম্ভাবতার। নিরন্তর কৃষ্ণান্বেষণ-ই যে জীবের স্বরূপধর্ম্ম, ইহা শ্রীগৌর-পাদ-পদ্মে শরণ-গ্রহণ ব্যতীত উপলব্ধির বিষয় হয় না। শ্রীগৌরপদাশ্রিত জনে শ্রীগৌরসুন্দর-প্রদর্শিত সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভই—কৃষ্ণভজন। অত্যন্ত সেবাসৌভাগ্যে মগ্ন থাকিয়াও প্রেমাতিশয্য-হেতু তদ্‌বিষয়ে অতৃপ্তিই "অভীষ্টপূরণ"; পরন্তু সম্ভোগ গৌরদাসানুদাসগণের নিকট "অভীষ্টপূরণ" নহে।

শ্রীগৌরসুন্দরে কোনও সৌভাগ্যবান্ জীবের যাদৃশী ভক্তি-লাভ হয়, তাঁহার হৃদয়ে শ্রীরাধাপদাম্বুজের প্রেমসুধা-সমুদ্রও তাদৃশভাবেই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

উপসংহারে ঠাকুর লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের মঙ্গলাচরণের ভাষায় "মঙ্গলাচরণ" করিতেছি—

"ভক্তিপ্রেম-মহার্ঘরত্ননিকর-ত্যাগেন সন্তোষয়ন্
ভক্তান্ ভক্তজনাতিনিস্কৃতি-বিধৌ পূর্ণাবতীর্ণঃ কলৌ।
পাষণ্ডান্ পরিচূর্ণয়ন্ ত্রিজগতাং হুঙ্কারবজ্রাঙ্কুরৈঃ
শ্রীমন্ন্যাসি-শিরোমণির্ব্বিজয়তাং চৈতন্যরূপপ্রভুঃ॥"

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমস্বরূপ শ্রীল রূপ প্রভুর 'বিদগ্ধ-মাধবে'র মঙ্গলাচরণের বাক্যও মস্তকে ধারণ করিয়া লইতেছি—

"সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গম-বিষমসংসার-সরণী-
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাংহরতু হরি-লীলা-শিখরিণী।"

গৌড়ীয়ের হরি-লীলা-শিখরিণী ত্রিতাপোৎপাদক বিষম-সংসারমার্গ-ভ্রমণ-জনিত তোমার অসৎতৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে হরণ করুন।

"গৌড়ীয়ের" প্রতি

জয় "শ্রীগৌড়ীয়", বচন অমিয়,
রচন মাধুরী-সার।
সরস পরশে, পরম হরষে,
বরষ চারিটী পার॥
শুনি' তব বোল, যত গণ্ডগোল,
বাদবিসম্বাদ শত।
স্তব্ধ হ'ল ক্ষণে, অহি-গরজনে,
ভেক-কোলাহল মত॥
নাশিয়া তিমির, যেমতি মিহির,
বিতরে বিমল কর।
তুমিও তেমন গউড়-গগন
উজলি' অজ্ঞান হর॥
বেদার্থে নির্ম্মল, কদর্থ গরল
মাখায়ে পুতনাগণ।
সর্ব্বনাশ তরে, ভুবন ভিতরে,
করিল যখন পণ॥
'মাভৈঃ' শবদে, তুমি সে বিপদে
উদয় হইয়া ক্ষণে।
শুদ্ধ ভক্তিনাদ- অস্ত্রে সে প্রমাদ
নাশিলে নির্ভয় রণে॥
শ্রৌতবাণী-সার শ্রীমুখে তোমার
বহে কি অমিয়-পূর।
সরল সুজনে, সদা সে বচনে
পিয়ে সুধা সুমধুর॥
কিন্তু মায়াজ্বরে জর যে অন্তরে,
তা'রে না পরশ কর'।
বিমুখ মোহনে উন্মুখ পালনে
বিপুল বিক্রম ধর'॥
তোমার স্বরূপ অতি অপরূপ
রূপ রঘুনাথ জানে।
শ্রীজীবানুগত গৌরপদ-রত
সজ্জন সদাই মানে॥
শ্রুতি-স্মৃতি-সার পুরাণাদি আর
পঞ্চরাত্র সুবিধান।
ভাগবত মত অনুভব গত
সিদ্ধান্ত তোমার প্রাণ॥
তুমি গুরুজন, পরমার্থ ধন,
তুমি সে আম্নায় বাণী।

নহ তুমি অন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-
নিত্যানন্দ শক্তি-মানি ॥
কৃপা কর' যা'রে প্রেমের পাথারে
ডুবায়ে তাহারে ছাড়' ।
শ্রবণ-কীর্ত্তনে ভজন-নর্ত্তনে,
কুটিনাটি সব কাড়' ॥
গুরু-গৌরহরি প্রভু-গিরিধারী
গান্ধর্ব্বিকা-পদ-প্রিয় ।
শ্রীগৌড়-মণ্ডল, ভূমি-আখণ্ডল
নমি তোমা' "শ্রীগৌড়ীয়" ।
গলায় বসন, দিয়া নিবেদন,
মরম-বেদন কই ।
পরমার্থ-প্রিয় তুমি হে "গৌড়ীয়"
(যেন) তব প্রিয়-প্রিয় হই ॥

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা, কবিভূষণ

নগর-সংকীর্ত্তন

বহুলোক একত্রে মিলিয়া বাদ্য ও নৃত্যাদির সহিত ভগবদ্‌গুণগান পূর্ব্বক নগর-পরিভ্রমণ বা নগরে নগরে ভগবানের নাম-প্রচারই—"নগর-কীর্ত্তন"। ভগবান্—এক অদ্বিতীয় বস্তু। বেদ বলেন, "ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"—তিনি এক অদ্বয়বস্তু, তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই। ভগবান্ সর্ব্বজীব-প্রভু, সুতরাং তিনি সকলেরই এক—

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস কাজীকে বলিয়াছিলেন—

"শুন বাপ, সবারই একই ঈশ্বর ॥

* * *

নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে ।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে ॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৬।৭৬-৭৭)

মুসলমান্-শাস্ত্রেও "কালমায়ে শাহাদাত" (সাক্ষ্য-বাক্য) বলেন,—'খোদা' ভিন্ন আর কেহ-ই উপাস্য নাই। তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার আর শরীক্ নাই। হজরত মহাম্মদও 'খোদা' নহেন, তিনি 'খোদাতায়ালা'র 'বান্দা' (সেবক) ও তাঁহারই প্রেরিত পুরুষ।

তাঁহাদের "কালমায়ে তাম্‌জীদ্" (গুণপ্রকাশকবাক্য) বলেন,—"সমস্ত প্রশংসা খোদাতায়ালারই জন্য ইত্যাদি।" তাশাহুদ্ বলেন,—"সমুদয় জিহ্বার প্রশংসা, দৈহিক আরাধনা, ও আর্থিক উপাসনা খোদাতায়ালার জন্য নির্দ্দিষ্ট।"

এমতাবস্থায় একমাত্র অদ্বিতীয় সেব্য, আরাধ্য ও কীর্ত্তনীয়—ভগবানের গুণকীর্ত্তনে কাহারও কোনই আপত্তির কারণ হইতে পারে না। যেখানে উপাস্য, প্রভু, ভোক্তা বা "খোদা" এক অদ্বিতীয় পুরুষ, আর সকলেই তাঁহার উপাসক, দাস, সেবক বা 'বন্দা', সেই স্থানে কখনও পরস্পরের মধ্যে **ঐক্যতানের** অভাব হইতে পারে না। জাগতিক জীব সেই একমাত্র অদ্বিতীয় সেব্য পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইলেই 'নিত্যদাস' বা 'বন্দা' অভিমান পরিত্যাগ করিয়া অবৈধরূপে 'প্রভু' বা 'খোদা' সাজিতে অগ্রসর হয়। এইরূপ ভোগবুদ্ধিমূলে জগতে বহু প্রভু ও বহু ভৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে প্রভু বা ভোক্তার সংখ্যা অনেক, সেইস্থানেই সংঘর্ষ; আর যেখানে প্রভু, ভোক্তা বা খোদা একজন, আর বাদবাকী সকলই তাঁহার দাস—সেবক বা 'বন্দা', সেখানে সংঘর্ষের কোনও কারণ নাই। কারণ সকলেরই উদ্দেশ্য, চেষ্টা ও চিত্তের গতি একপ্রকার। সকলেই এক প্রভুর সন্তান—পারমার্থিক ভ্রাতৃসম্বন্ধ বিশিষ্ট।

"পরমার্থ এক কহে কোরাণে পুরাণে।"

—শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের এই বাক্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অদ্বিতীয়বস্তু ভগবান্ পরমার্থতঃ সকলেরই এক। বাহ্য মতভেদ বা বিবাদে প্রকৃতবস্তুর কর্ত্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠানের (Subjective existence) পরিবর্ত্তন হয় না। কেহ যদি পৃথিবীকে চতুষ্কোণ, কেহ বা ত্রিকোণ বা গোলাকার বলিয়া পরস্পর অনন্তকাল ধরিয়াও বিবাদ করিতে থাকেন, তাহা হইলেও পৃথিবীর যাহা প্রকৃত আকার, তাহার কিছু আসিয়া যাইবে না। কোন ব্যক্তি যদি সূর্য্যের উদয় সম্বন্ধে পশ্চিমদিক, কেহ বা দক্ষিণদিক, কেহ বা উত্তর দিক, আবার কেহ বা পূর্ব্বদিক বলিয়া

নির্ণয় করেন, এইরূপ পরস্পর মতভেদহেতু সূর্য্য কখনও তাঁহার নিত্য উদয়াচল পরিত্যাগ করিবেন না। সুতরাং যেখানে আমরা সকলেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের দাস বা 'বন্দা', সেখানে আমাদের উদ্দেশ্যও এক হওয়া উচিত অর্থাৎ আমরা যাহাতে সকলেই নির্ব্বিবাদে তাঁহার নিত্য-সেবক বা 'বন্দা' অভিমান অটুট রাখিয়া তাঁহার সেবাতে নিমগ্ন থাকিতে পারি, তদ্‌বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

পুরাণ কোরাণ—সকলেই একবাক্যে বলেন যে, পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তন দ্বারাই তাঁহার প্রকৃষ্ট সেবা হয়। সনাতন বৈদিক ধর্ম্মশাস্ত্রের ত' কথাই নাই, ইস্‌লাম শাস্ত্রেও বহুস্থানে 'খোদাতায়ালা'র যশঃকীর্ত্তনের কথা গ্রথিত আছে। আমরা উপরে 'তাশাহ্‌হুদের' যে অনুবাদ উদ্ধার করিয়াছি, তাহাতেও দেখা যায় যে, সমুদয় জিহ্বার প্রশংসা 'খোদাতায়ালা'র জন্যই নির্দ্দিষ্ট।

প্রাচীন বৈদিক যুগেও ব্রাহ্মণগণ সামগানে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া পরমপুরুষ শ্রীভগবানের আরাধনা করিতেন। আমরা শ্রুতিশাস্ত্রে 'উদ্‌গান' 'উদ্‌গাথা' প্রভৃতি শব্দ দেখিতে পাই। কলিসন্তরণোপনিষৎ কলিকালে একমাত্র নামকীর্ত্তনের মাহাত্ম্যই স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌-ভাগবতাদি বেদবিস্তার-শাস্ত্রে সঙ্কীর্ত্তনকেই একমাত্র কলি যুগের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

'জপ' হইতে 'উচ্চকীর্ত্তন' শ্রেষ্ঠ।—

"জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄন্ পুনাতি চ॥"
—শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদ-বাক্য

উচ্চকীর্ত্তনদ্বারা একাধারে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা সিদ্ধ হয়। যাঁহাদের কর্ণে উচ্চকীর্ত্তনের ধ্বনি প্রবিষ্ট হয়, তাঁহারাও মঙ্গললাভ করেন; আর কীর্ত্তনকারীরও একাধারে হরিনাম কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণ হয়। আবার নগর-কীর্ত্তনাদি দ্বারা একসঙ্গে বহুজীবের পরমমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। অনেক সময় ঘরে বসিয়া উচ্চকীর্ত্তন করিলেও সেই ধ্বনি সঙ্কুচিত-চেতন পশুপক্ষী বা আচ্ছাদিত-চেতন বৃক্ষ-লতাদির সৌভাগ্য উদয় করায় না, কিন্তু নগর-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-তৃণগুল্ম-লতাদিরও সুকৃতি বা সৌভাগ্যের উদয় হয়। ঝারিখণ্ডের পথে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-প্রচারের কথা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"হরিবোল বলি' প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা—প্রফুল্লিত, সেই ধ্বনি শুনি'॥
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥"
—চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।৪৫-৪৬

গীতকাণ্ড, বাদ্যকাণ্ড ও নৃত্যকাণ্ড—এই ত্রিবিধ ব্যাপার 'তৌর্য্যত্রিক' নামে অভিহিত। এই তৌর্য্যত্রিক ব্যসন বা কামজ দশবিধ দোষের অন্যতম। কিন্তু ইহাই আবার ভগবৎ-প্রীতির জন্য সাধিত হইলে ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে গণিত হয়। নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির চেষ্টাই—'কাম' আর ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইচ্ছাই—'প্রেম'। ভগবৎ-প্রীতির জন্য নৃত্য-গীত-বাদ্যাদির মাহাত্ম্য সনাতন-ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষভাবে স্থাপিত আছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৮।১১০ সংখ্যায় নারদীয় পুরাণবাক্যে এইরূপ লিখিত আছে—

"বিষ্ণোর্গীতঞ্চ নৃত্যঞ্চ নটনঞ্চ বিশেষতঃ।
ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণজাতীনাং কর্ত্তব্যং নিত্যকর্ম্মবৎ॥"

—শ্রীহরির উদ্দেশ্যে নৃত্য-গীত ও অভিনয়াদি ব্রাহ্মণ-গণের নিত্যক্রিয়ার ন্যায় অবশ্য কর্ত্তব্য। আরও লিখিত আছে যে, যাঁহারা শ্রীকেশবের প্রীতির উদ্দেশ্যে নৃত্যগীত না করেন,—"বহ্নিনা কিং ন দগ্ধোঽসৌ গতঃ কিং ন রসাতলম্"—তাঁহারা কেনই বা পুড়িয়া মরেন না বা রসাতলে গমন করেন না? সুতরাং হরিচর্য্যার জন্য নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি সনাতন-বৈষ্ণবধর্ম্মের একটী বিশেষ অপরিত্যাজ্য অঙ্গ।

এই ত' গেল সনাতনধর্ম্মশাস্ত্রের আজ্ঞা। আমরা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণেই বা কি দেখিতে পাই, তাহাও বিচার করা যাউক্। আজ চারিশত বৎসরের অধিক দিনের কথা, তখন বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ মুসলমান-শাসনের অধীন ছিল। নবদ্বীপে তখন ফৌজদার কাজীর আসন। তাৎকালিক মুসলমান শাসনানুসারে দণ্ডবিধান ও শাসনাদি পরিচালনা কাজিগণের দ্বারাই সম্পাদিত হইত। ইঁহারা সুবাবাঙ্গালায় সুবাদারের অধীন ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে গার্হস্থ্যলীলার অভিনয় করেন, তখন সেখানকার ফৌজদার ছিলেন—মৌলানা শেরাজুদ্দিন অপর নাম চাঁদকাজি। শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপ নগরের সকল লোককেই সঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ দেন। তদনুসারে—

"মৃদঙ্গ করতাল সঙ্কীর্ত্তন মহাধ্বনি।
হরি হরি ধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৩)

—নবদ্বীপের সর্ব্বত্র এইরূপ অবস্থা হইল। মুসলমানগণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কাজির নিকট আসিয়া নিবেদন জানাইলেন। সন্ধ্যাকালে কাজি ক্রুদ্ধ হইয়া এক নাগরিকের ঘরে আসিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তনের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং সকলকে বলিতে লাগিলেন,—

"কেহ কীর্ত্তন না করিও সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি' যাইতেছোঁ ঘরে॥
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তা'র জাতি যে লইমু॥"

নগরিয়াগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তাঁহাদের কীর্ত্তন-বাধার কথা জ্ঞাপন করিলে এবং তাঁহারা স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন করিতে পারিতেছেন না জানাইলে, মহাপ্রভু নগরিয়া-গণকে বলিলেন—

নগরে নগরে আজি করিমু কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন॥
সন্ধ্যাতে দিউটী সবে জ্বাল' ঘরে ঘরে।
দেখ, কোন্ কাজি আসি' মোরে মানা করে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ বলিয়া সন্ধ্যাকালে নগর সঙ্কীর্ত্তনের জন্য তিন সম্প্রদায় রচনা করিলেন। প্রথম সম্প্রদায়ের নর্ত্তক হইলেন ঠাকুর হরিদাস, দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের নর্ত্তক অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু, আর তৃতীয় সম্প্রদায়ের নর্ত্তক গৌরনিত্যানন্দ দুই ভাই। এইরূপে তিন সম্প্রদায়ে নগর কীর্ত্তন করিতে করিতে কাজির গৃহের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজি নিজগৃহে লুকাইয়া রহিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু কাজির গৃহের দ্বারে বসিয়া থাকিয়া লোক দ্বারা কাজিকে ডাকাইয়া আনাইলেন। কাজি ও মহাপ্রভুর মিলন হইল। কাজি মহাপ্রভুকে সম্মান করিলেন, মহাপ্রভুও কাজিকে সম্মান করিয়া বসাইলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"আমি তোমার গৃহের অভ্যাগত; কিন্তু তুমি আমাকে দেখিয়া লুকাইয়া রহিয়াছ, তোমার এ কিরূপ ধর্ম্ম ?" কাজিও প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"আপনি ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছেন বলিয়া আপনাকে শান্ত করিবার জন্যই আমি লুকাইয়া ছিলাম। আপনি শান্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমিও আপনার সহিত মিলিত হইতে আসিলাম। আমার পরমভাগ্য যে আজ আমি আপনার ন্যায় অতিথি পাইয়াছি। গ্রামসম্বন্ধে শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ঠাকুর আমার 'চাচা' (খুল্লতাত) ও আপনার 'নানা' (মাতামহ) হন। সুতরাং সেই সম্বন্ধে আপনি আমার 'ভাগিনা'। ভাগিনার ক্রোধ 'মামা' অবশ্যই সহ্য করেন, আর মাতুলের অপরাধও ভাগিনা গ্রহণ করেন না।" এইরূপ উভয়ের মধ্যে গূঢ়ার্থসূচক অনেক কথা হইল অর্থাৎ চাঁদকাজি কৃষ্ণলীলায় কংস বা দেবকী-নন্দনের মাতুল ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও কাজির মধ্যে ইস্‌লাম ধর্ম্মাচার সম্বন্ধে অনেক কথা হইল এবং কাজিও শ্রীমহাপ্রভুর বাক্য সুসত্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিলেন। কাজি মহাপ্রভুকে একদিনের ঘটনা এইরূপ জানাইলেন—

* * *

* পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল॥
আসি' কহে,—হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই॥
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ।
তা'তে নৃত্য, গীত, বাদ্য,—যোগ্য আচরণ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥
উচ্চ করি' গায় গীত, দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
না জানি কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে গায়।
হাসে, কান্দে, পড়ে, উঠে, গড়াগড়ি যায়॥
নগরিয়া পাগল কৈল সদা সংকীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, করি জাগরণ॥
'নিমাঞি' নাম ছাড়ি' এবে বোলায় 'গৌরহরি'।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি'॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥
হিন্দু শাস্ত্রে 'ঈশ্বর' নাম—মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোকে শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি সব তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তা'রে করহ বর্জ্জন॥
(চৈঃ চঃ আদি ১৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই বর্ণনা হইতে জানা যায়, তৎকালে "পাষণ্ডীহিন্দু"গণ—যাঁহারা মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি প্রভৃতি পূজায় সারারাত্র জাগিয়া নৃত্যগীত বাদ্যাদি

করিতেন এবং উহাকেই 'হিন্দুর ধর্ম্ম' মনে করিতেন, তাঁহারাও নিমাই পণ্ডিতের নগর সংকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে কাজীর নিকট গিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেমপ্রদ-বিগ্রহ গৌরহরির এমনই বদান্যতা যে, কাজী প্রতিকূল হইয়াও পরে অনুকূল হইলেন। নিমাঞির বিরুদ্ধে হিন্দুগণ অভিযোগ করিলে, কাজি উল্টা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। গৌরহরির কৃপায় কাজীর মুখে 'হরি' 'কৃষ্ণ' 'নারায়ণ' নাম প্রকাশিত হইয়াছিল। কাজি নিমাঞির নিকট বর চাহিয়াছিলেন,—

"এই কৃপা কর, যেন তোমাতে রহু ভক্তি"। সর্ব্বশক্তি-মান্ প্রভু আবার কাজিকে আত্মীয় বোধে বলিয়াছিলেন,—

* * * এক দান মাগিয়ে তোমায়।
সংকীর্ত্তন বাদ যৈছে নহে নদীয়ায়॥"

পাঠকগণ! কাজীর উত্তর শ্রবণ করুন্—শুধু উত্তর নয়—প্রতিজ্ঞা।—

'কাজী কহে,—মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে 'তালাক' দিব, কীর্ত্তন না বাধিবে॥"

এখনও শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপের সন্নিকটে চাঁদকাজীর সমাধি পরমসম্মানের সহিত বৈষ্ণবগণের দ্বারা পূজিত হইতেছেন। আজিও তথায় তাঁহার বংশধরগণ বাস করিতে-ছেন। দেশ দেশান্তর হইতে লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া আজও কাজীর কবরের নিকট সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম ও প্রদক্ষিণাদি দ্বারা কাজির সম্মান করিয়া থাকেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার সময় বৈষ্ণবগণ শ্রীকাজীর সমাধি পরিক্রমা করেন।

অতএব যে স্থানে আমরা পরমপালক অদ্বয়-জ্ঞান-ভগবানের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট, সে স্থানে কাহারও মধ্যে অপ্রীতির কথা থাকিতে পারে না।

মহামান্যা সদাশয়া ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়াও যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোকই নির্ব্বিবাদে স্ব-স্ব ধর্ম্মবিশ্বাস প্রচার করিতে পারেন, তজ্জন্য ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন। যদি সত্য সত্য এক অদ্বয়জ্ঞান ভজনীয় বস্তুরই আরাধনা হয়, তাহা হইলে একজনের আরাধনার প্রকার ভেদে আর একজনের আরাধনার ব্যাঘাত হইতে পারে না। বাদ্যাদি-সংযোগে 'নগরসংকীর্ত্তন' সনাতন ধর্ম্মের একটী অপরিত্যাজ্য প্রধান অঙ্গ। মনুষ্য মাত্রেরই ইহাতে যোগদান করিবার অধিকার আছে ও যোগদান করা বিধেয়। আমরা জানি যে, "শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজ-সভা"র নগর সংকীর্ত্তন প্রচারকালে বহু সম্মানিত, শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ ঈশ্বরপরায়ণ মহোদয়গণ সমস্ত লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের সহিত নাম কীর্ত্তন ও নৃত্য করিয়াছেন। বিভিন্নপরিচয়ে পরিচিত ভ্রাতৃগণ আমাদের গৌড়ীয় ও ভাগবতের গ্রাহক আছেন। আত্মধর্ম্মের রাজ্য প্রীতির রাজ্য, সে স্থানে বিবাদ নাই। যেখানে স্বার্থ সেখানেই বিবাদ। অতএব আমাদের বিরূপের ধর্ম্ম বা বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া সকলের স্বরূপের ধর্ম্ম বা প্রীতির ধর্ম্ম আশ্রয় করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ওঁ হরিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

—:০:—

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—শ্রীধাম, মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ

সময়—১৫ই ফাল্গুন, ১৩৩১, শুক্রবার—সন্ধ্যা

ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র কামদেব। সেই কামদেবের কাম-পরিতৃপ্তির জন্যই অসংখ্য আশ্রয়-জাতীয়-বিচিত্রতার নিত্য প্রকাশ আছে। সেবাবুদ্ধি অপগত হইলেই জীবের ভগবান্ হইতে ভেদ-বুদ্ধি আসে। তখন জীব "হাম্ খোদাই" বুদ্ধি করিয়া কখনও 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র ভ্রান্ত ধারণায় নির্ব্বিশেষ নির্ভেদ-বাদী হয়, কখনও বা ভোগিসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নারায়ণের ন্যায় ঐশ্বর্য্য ভোগের দুরাশা করিয়া থাকে। সেবাবিস্মৃত-জীবই কখনও 'বাউলে', 'কর্ত্তাভজা', 'সহজিয়া', 'গৌরনাগরী' অভিমান করিয়া নিজকে 'কৃষ্ণ, ও প্রাকৃত স্ত্রীলোকদিগকে 'গোপী' কল্পনা অর্থাৎ নিজ-ভোগ্যা জ্ঞান করে, কৃষ্ণকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে নিজেই সেব্য সাজিয়া বসে, পক্ষান্তরে 'গৌরনাগরী'র আবরণে গৌরাঙ্গকে ভোগ করিবার বুদ্ধি করে; আবার কোনও সেবাবিস্মৃত জীব (অদৈব) বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনে নিযুক্ত হয়, স্ত্রীর মনোরঞ্জন করাই তাহার প্রধান ধর্ম্ম হইয়া পড়ে, "আমি সৃষ্টি রক্ষা না করিলে, কিরূপেই বা সৃষ্টিকর্ত্তার

সৃষ্টি রক্ষা হইবে”—এইরূপ বিচার আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করে। কোন সময়ে বা পতি-লোক পাইবার জন্য গঙ্গাসাগরে স্নান করিতে দৌড়ায়, কখনও গাভীদান, ঘোড়াদান করিয়া থাকে, কখনও বা তীর্থ যাত্রাকরে, নানাবিধ কৃচ্ছ্র সাধ্য ব্রতাচরণ করে, কখনও আবার পতঞ্জলীর আশ্রয়গ্রহণ করে, নিজকে ‘অমুক্ত’ অভিমান করিয়া ‘মুক্ত’ হইবার জন্য ধ্যান ধারণা করিয়া থাকে। অপ্রাকৃত কামদেবের কামপূর্ত্তিরূপ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত আমরা বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু সম্প্রদায়ের খাতায় নাম লেখাইয়া এইরূপ নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকি। কখনও বা লোকবঞ্চনা করিবার জন্য “আমি বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু সম্প্রদায়ের কেহ নহি, আমি পরম ভক্ত”—এইরূপ প্রচার করিয়া জগতে কনক-কামিনী বা প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা আহরণ করিবার জন্য কপট ভক্তের পোষাকে ‘ভগবান্’ সাজিতে চাই।

সাধুগণ বলেন,—বুভুক্ষা ও মুমুক্ষারূপা পিশাচীদ্বয়ের মনোমুগ্ধকর বেশে লুব্ধ হইয়া উহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে যাইও না। অনিত্য ‘পচা-পতি’র জন্য আমাদের গঙ্গা-সাগরে স্নান বৃথা।

একমাত্র পরমপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নখশোভা যদি আমাদের হৃদয় আলোকিত করে—যদি এমন সৌভাগ্য হয়—তাহা হইলে আমরা কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের কিঙ্করী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে রাসস্থলীতে দৌড়াইয়া যাইব। তথায় যাইবার সময় আমাদের প্রাকৃত পুরুষ বা স্ত্রীদেহ পঞ্চভূতে মিলিত হইবে। সখীভেকী যেরূপ কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিক্রমে প্রাকৃত পুরুষদেহকে ‘সখী’ সাজাইয়া আত্ম-বঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করে, কৃষ্ণচন্দ্রের নখশোভার ছটা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে সেরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হয় না। দণ্ডকারণ্যবাসী ষষ্টিসহস্র-ঋষি রামচন্দ্রের শোভায় মুগ্ধ হন। পরে তাঁহারা অপ্রাকৃত গোপীগৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

হে নিজমঙ্গলাকাঙ্ক্ষি ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা কৃত্রিমতা পরিত্যাগ করুন। কৃত্রিম ভেকধারণ, কৃত্রিম ভাবুকতা, কৃত্রিম ভক্তি বা মিছাভক্তি পরিত্যাগ করুন। স্ত্রী-পূজা ও স্ত্রৈণভাব পরিত্যাগ করুন। শ্রীমতী রাধারাণীর দাস্যে, শ্রীরূপমঞ্জরীর কৈঙ্কর্য্যে আত্মনিক্ষেপ করুন। শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী যে প্রকার হরিসেবা করেন, তাঁহার অনুচরীবৃন্দ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা যে প্রকার সেবা করেন, অষ্টসখী-পরিবৃতা বৃষভানুনন্দিনীর সেবায় যে প্রকার মঞ্জরীগণ সততযুক্তা, সেই প্রকার সেবায় কামিনী-চেষ্টাকে নিযুক্ত করুন্।

ভবানী, ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী, রম্ভা, তিলোত্তমা, সরস্বতী প্রভৃতি প্রকৃতিগণ যখন বাহ্যবিচারে মুগ্ধা, তখন তাঁহাদের বিচার,—“আমার নশ্বর পতির নাম রুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র বা অমুক দেবতা, কি মনুষ্য।” কিন্তু হরি-সেবোন্মুখ হইলে তাঁহারাও বুঝিতে পারেন যে,—শ্রীহরিই একমাত্র পতি, শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণের প্রিয়তমা, সেই শ্রীমতী ও শ্রীমতীর অনুচরীবৃন্দের কৈঙ্কর্য্যই যথার্থ নিত্য-পতি-সেবা।

যাঁহার যাহা আছে, তিনি যদি তাহার সমস্ত ভগবানে অর্পণ করেন, তবেই তিনি ‘মুক্ত’। সর্ব্বস্ব অর্পণে কার্পণ্যই ‘বদ্ধতা’ বা ‘হরিবিমুখতা’।

কামিনীর কাম,   নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব।

*   *   *

তোমার কনক,   ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব॥

*   *   *

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা   তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।

ঝড়ু ঠাকুর নশ্বরপত্নীতে পত্নী-বুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে দিয়া হরিভজন করাইয়াছিলেন। বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির কথা সকলেই জানেন। চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে বলিয়াছিলেন, “তুমি যদি আমার জন্য এরূপ আসক্ত না হইয়া ভগবানের প্রতি এরূপ আসক্ত হও, প্রাকৃতবস্তুতে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ঐ চেষ্টা অপ্রাকৃত কামদেবে নিহিতা কর, তাহা হইলে তোমার কতই না মঙ্গল হয়।” বিল্বমঙ্গলের প্রতি চিন্তামণির এই উপদেশের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাদের প্রত্যেকেরই পুরুষ বা ভোক্তা এবং স্ত্রী বা প্রাকৃত যোষা-অভিমান ত্যাগ করা উচিত। বিল্বমঙ্গলের প্রাকৃত চিন্তামণিতে আসক্তি বা যোষাবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া যখন অপ্রাকৃত চিন্তামণিতে সেবাবুদ্ধির উদয় হইল, তখনই ভগবান্ অপ্রাকৃত-চিন্তামণিরূপে বিল্বমঙ্গলের নিকট প্রকটিত হইলেন।

কৃষ্ণকে ভোগ করিবে, কি দুরাশা! ভোক্তা কৃষ্ণ ত' ভোগের বস্তু নন। তিনি ত' ‘গৌরাঙ্গ-নাগর’ নন, যে

তাঁহাকে নাগর-ছলনায় কেহ ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। জীবের ঐরূপ দুর্বুদ্ধি হরিবিমুখতারই পরাকাষ্ঠা। সোমগিরি গুরুরূপে উদিত হইয়া শিহ্লনমিশ্রের বাহ্যপ্রবৃত্তি অর্থাৎ কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি দূরীভূত করিয়া দিলেন; মিশ্রের নাম হইল 'বিল্বমঙ্গল'।

কামিনীকে যেরূপ কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে, কনকের দ্বারাও তদ্রূপ কৃষ্ণ-সেবাই করিতে হইবে। কনক ভোগ করিতে হইবে না বা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের বাসনায় ফল্গু-ত্যাগও করিতে হইবে না। কনককে 'যোষা বা 'প্রাকৃত' না করিয়া 'চিন্ময়' করিয়া লও। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—যে কনক হরিভজন করে, তাহা ব্রহ্মজাতীয় কনক। চিন্ময়-কনক হরিভজনের সাহায্য করে, হরিজন ও হরিসেবার আনুকূল্য বিধান করে। হরিসেবার অনুকূলবস্তুকে প্রাপঞ্চিক-জ্ঞানে পরিত্যাগ করা ফল্গুবৈরাগ্য বা জড়-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কি?

সর্ব্বস্ব কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত কর। সাবধান! 'হরিসেবার' নাম করিয়া কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা কুটিনাটীর আশ্রয় গ্রহণ করিও না। ঐরূপ চেষ্টা হরিবিমুখতা ছাড়া আর কিছুই নহে। হরিসেবোন্মুখ জীবন্মুক্তপুরুষ যথাসর্ব্বস্ব দিয়া হরিসেবা করেন। যিনি কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট, তিনিই মুক্ত।

জয়দেবের রচিত শ্রীগীতগোবিন্দ বা অষ্টাধ্যায়ী কিম্বা শ্রীপ্রবোধানন্দপাদের রাধারসসুধানিধি, শ্রীল রঘুনাথের বিলাপকুসুমাঞ্জলী, শ্রীল কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত, শ্রীল চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণভাবনামৃত, শ্রীল রায়ের নাটকগীতি, শ্রীল রূপের বিদগ্ধমাধব, শ্রীচণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী তখন আপনারা পাঠ করিতে পারিবেন,—তখনই ঐসকল কথায় আপনাদের অধিকার জন্মিবে, যখন বাহ্যজগতের ভোগ-প্রধান চিন্তাস্রোত হইতে আপনারা মুক্ত হইতে পারিয়াছেন! ঐ সৌভাগ্যভাণ্ডার আপনাদের জন্যই উন্মুক্ত রহিয়াছে—আপনারাই উহার যথার্থ উত্তরাধিকারী হইবেন। নিষ্কপট সেবোন্মুখ হইলে, পাঁচপ্রকারের কোন একটী নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপগতরসে আপনাদের স্ব স্ব অধিকার উন্মুক্ত হইবে। 'মুক্ত' না হইলে কৃষ্ণসেবায় অধিকার হয় না। কৃষ্ণ ত' একমাত্র রাধারাণীর বস্তু। রাধারাণীর সেবা ব্যতীত কখনও কৃষ্ণসেবায় অধিকারলাভ হইতে পারে না। মধুররসে স্বাভাবিক নিত্যরুচিবিশিষ্ট রাধারাণীর পাল্যদাসীর কিঙ্করী হওয়ার জন্য ব্যাকুল হউন্। এই পর্য্যন্ত আমার কথা।

পারমার্থিক-গৌড়

প্রথম পরিচ্ছেদ

"গৌড়" শব্দের উৎপত্তি

'গৌড়' শব্দ হইতে 'গৌড়ীয়' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 'গৌড়' শব্দটী বহু প্রাচীন। 'গৌড়' শব্দের প্রয়োগ আমরা অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিসূত্র মধ্যেও দেখিতে পাই। মহর্ষি পাণিনি ৬।২।১০০ সূত্রে 'গৌড়' শব্দটীর উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"অরিষ্টগৌড় পূর্ব্বে চ"

আধুনিক 'পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, পাণিনি নিরুক্তকার যাস্কেরও বহু পূর্ব্বে উদিত হইয়াছিলেন।

বরাহমিহির 'বৃহৎসংহিতা' গ্রন্থে এই 'গৌড়' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বাক্য হইতে জানা যায় যে, 'গৌড়', 'পৌণ্ড্র', 'বঙ্গ', ও 'বর্দ্ধমান' স্বতন্ত্র প্রদেশ। কেহ কেহ বলেন, বরাহমিহির খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবার কিছুদিন পূর্ব্বে কৃষ্ণমিশ্র 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নাটক মধ্যে লিখিয়াছেন—

"গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরূপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী।"

অর্থাৎ অনুত্তম গৌড় প্রদেশের অন্তর্গতই নিরূপমা রাঢ়াপুরী বা রাঢ়দেশ। অতএব কৃষ্ণমিশ্রের উক্তিমতে রাঢ়দেশও গৌড়প্রদেশেরই অন্তর্গত। আবার কূর্ম্ম ও লিঙ্গপুরাণে সূর্য্যবংশীয় শ্রাবস্তীপুত্র মহাতেজা বংশক গৌড়দেশে শ্রাবস্তীনগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

"শ্রাবস্তীশ্চ মহাতেজা বংশকস্তু ততোঽভবৎ।
নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্তমাঃ॥"

এই শ্রাবস্তীপুরীর বর্ত্তমান নাম শেট্ মহেট্। অযোধ্যা প্রদেশের বড়াইচ ও গোণ্ডা জেলা যেখানে রাপ্তীনাম্নী স্রোতস্বিনীর দ্বারা বিভিন্ন হইয়াছে, সেইস্থানে রাপ্তী নদীর পশ্চিমতীরে প্রাচীন শ্রাবস্তীপুরীর ধ্বংশাবশেষ বর্ত্তমান।

বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির Journal (1892)এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

অযোধ্যা প্রদেশের প্রতাপগড় জেলার অন্তর্গত 'গৌড়' নামে একটী প্রাচীন পল্লী দৃষ্ট হয়; এখানে বহুপ্রাচীন একটী সূর্য্যদেবের মন্দির বিদ্যমান আছে।

বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশ পাঠকালে আমরা 'গৌড়' শব্দটীর উল্লেখ অনেকেই দেখিতে পাইয়াছি, যথা—

"অস্তি **গৌড়** বিষয়ে কৌশাম্বী নাম নগরী"। প্রাচীন কৌশাম্বী নগরী বর্ত্তমানে 'কোশাম্ ইনাম্' ও 'কোশাম্ খিরাজ' নামে দুইটী গণ্ডগ্রামে পরিণত। উহা প্রয়াগ হইতে প্রায় ১৪ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, হিতোপদেশ রচনাকালের গৌড়-জনপদস্থ কৌশাম্বীনগরী প্রয়াগের পশ্চিম প্রদেশস্থ যমুনাতীর-বর্ত্তী স্থান বিশেষ। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ-প্রভূতবর্ষের ৭৩০ শকে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন পাঠ করিয়া জানাইয়াছেন যে, রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব বৎসরাজকে পরাজয় করিয়া 'গৌড়' অধিকার করেন।

মালবরাজ্যের কিয়দংশ যে এককালে 'গৌড়' নামে অভিহিত হইত, তাহা নরচন্দ্রশূরীর হম্বীর কাব্যে মালব-রাজ উদয়াদিত্যকে 'গৌড়েশ' উপাধিতে অলঙ্কৃত করিবার কথা হইতে জানিতে পারা যায়।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ খান্দেশ ও উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী একটী বিস্তীর্ণ প্রদেশকে 'গোণ্ডাবানা' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। 'চাঁদ কবির পৃথ্বীরাজ রায় সায়' নামক গ্রন্থের মহোবাখণ্ডে এই প্রদেশের অধিকাংশই 'গৌড়' নামে আখ্যাত হইয়াছে।

পুরাতত্ত্ববিৎ কানিংহাম্ সাহেব বলেন, বেতুল; ছিন্দাবাড়া, সিওনী ও মণ্ডলা—এই চারিটী জেলা লইয়া প্রাচীন 'গৌড়প্রদেশ' অবস্থিত ছিল। 'রাজতরঙ্গিনী, পাঠে জানা যায়, পূর্ব্বসাগরের নিকট কাশ্মীররাজ 'ললিতাদিত্য' 'গৌড়েমণ্ডল' দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তৎপুত্র জয়াদিত্য গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নামক নগরে প্রবেশ করিয়া-ছিলেন। (রাজতরঙ্গিনী ৪।১৪৭-১৪৯ ও ৪।৪২০-৪২১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

এই সকল বাক্য হইতে প্রমাণিত হইতে পারে যে, বিন্ধ্যাচলের উত্তরাংশে কুরুক্ষেত্র হইতে বঙ্গদেশের পূর্ব্ব-সীমা পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থান 'গৌড়' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং এই গৌড় দেশ ভিন্ন ভিন্ন রাজন্যবর্গের অধিকারকালে বিভিন্নভাবে বিভক্ত হইয়াছিল।

হিমালয়ের দক্ষিণে বিন্ধ্যের উত্তরাংশ ভারতবর্ষকে 'আর্য্যাবর্ত্ত' বলে। এই আর্য্যাবর্ত্ত-মধ্যে 'পঞ্চগৌড়' দেশের উল্লেখ স্কন্দপুরাণোক্ত সহ্যাদ্রিখণ্ডের উত্তরার্দ্ধ প্রথম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়—

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা উৎকলা মৈথিলাশ্চ যে।
গৌড়াশ্চ পঞ্চধাচৈব পঞ্চগৌড়া প্রকীর্ত্তিতা॥"

অর্থাৎ সরস্বতী নদীর তীরবাসী, কনোজ, উৎকল, মিথিলা ও গৌড়—এই পঞ্চস্থানের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ 'পঞ্চগৌড়' বলিয়া কীর্ত্তিত হন। ইহা হইতে বুঝা যায় 'গৌড়' নামক প্রদেশ একটীমাত্র ছিল না, পাঁচটী 'গৌড়' নামক জনপদ বর্ত্তমান ছিল। এই পাঁচটী গৌড়াখ্য জনপদের মধ্যে সরস্বতী নদীতীরস্থ কুরুক্ষেত্র একটী, প্রয়াগ ও কান্যকুব্জের অন্তর্ব্বর্ত্তী একটী, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত গোণ্ডাবানার মধ্যে একটী, মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যে একটী এবং অযোধ্যা প্রদেশের মধ্যে একটী—সর্ব্বসাকল্যে এই পাঁচটী 'গৌড়' নামক জনপদ ছিল। এই পঞ্চ গৌড়াধিবাসী ব্রাহ্মণগণই সারস্বত, কান্যকুব্জ, উৎকল, মৈথিল্য ও গৌড় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

একসময়ে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি বুঝাইতে হইলে 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি দ্বারাই উহা লক্ষিত হইতে পারিত। কবি কঙ্কণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী কবি মাধবাচার্য্য তাঁহার চণ্ডী-মঙ্গলের সম্রাট্ আকবরকে 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' নামে অভিহিত করিয়াছেন; যথা—

'পঞ্চগৌড়' নামে দেশ পৃথিবীর সার।
'একাব্বর' নামে রাজা অর্জ্জুনাবতার॥

পরবর্ত্তিকালেও এই 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি হিন্দু ও মুসলমান রাজাগণের মধ্যে ব্যবহৃত হইত।

পঞ্চগৌড়ের মধ্যে মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যবর্ত্তী গৌড়-রাজ্যই বিশেষ প্রসিদ্ধ। কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদের মতে বঙ্গপ্রমুখ গৌড়দেশই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাচীন।

সেন-বংশীয় প্রথম নরপতি বিজয় সেন গৌড়ের অধীশ্বর হন। তদ্বংশীয় নৃপতিগণও 'গৌড়েশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, তৎকালে 'গৌড়দেশ'

নামক জনপদ থাকিলেও 'গৌড়' নামে কোন নগর ছিল কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহের স্থল। গৌড়েশ্বর বিজয়সেনের পূর্ব্ববর্ত্তী গৌড়রাজগণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি নগরে বাস করিতেন।

গৌড়াধিপতি বিজয়সেনের পুত্র বল্লাল সেন। ইনি ভাগীরথীর তীরে 'গৌড়' নামক নগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন আবার ঐ নগরের নাম লক্ষ্মণাবতী রাখেন। মালদহ জেলার অন্তর্গত গঙ্গার প্রাচীনগর্ভে সেই প্রাচীন গৌড়নগর এখনও অবস্থিত রহিয়াছে। লক্ষ্মণ সেন কিছুকাল পরে নবদ্বীপে আর একটী রাজধানী স্থাপন করেন। প্রাচীন গৌড়নগর হইতে সেনবংশীয় ভূপতিগণ সাম্রাজ্য-সিংহাসন শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলে আনিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলকে 'গৌড়-ভূমি' বলা হয়। হরিমিশ্রের প্রাচীন কারিকায় বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেনের পুত্র কেশবসেন যবন ভয়ে গৌড় হইতে পলায়ন করেন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, কেশবসেনের রাজত্ব-কালেই বোধ হয় বক্তিয়ার খিলিজী গৌড় অধিকার করেন।

মুসলমান রাজগণের অধিকৃত গৌড়নগর হইতে অধিকাংশ হিন্দু-কীর্ত্তিই বিলুপ্ত হইয়া যায়। মুসলমানদের অধিকার কালেও বঙ্গের যাবতীয় নগর অপেক্ষা শ্রীসমৃদ্ধিতে গৌড় নগরই বিশেষ অগ্রগণ্য হইয়াছিল। বঙ্গীয় নবাবগণের পরস্পর কলহে বিশেষ সমৃদ্ধ গৌড়নগর ক্রমে ক্রমে শ্রীহীন ও জনতা শূন্য হইতে লাগিল। এখনও প্রাচীন-গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দর্শনে এককালে গৌড়নগর যে শ্রী ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রাচীন গ্রন্থেও 'গৌড়' শব্দটীর উল্লেখ পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলা প্রদর্শন করিবার কিছুকাল পরে তদীয় অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীল রূপসনাতন প্রভুদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গৌড়ের নিকট গঙ্গাতীরে রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হন—

"ঐছে চলি, আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম।
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপম॥"

তখন হুসেন সাহা বাদশাহ গৌড়ের অধিপতি ছিলেন। শ্রীল রূপসনাতন তখন উক্ত যবন-রাজ-প্রদত্ত 'দবিরখাস' ও 'সাকর মল্লিক' নাম গ্রহণ করিয়া বাদশাহের মন্ত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত হুসেন সাহ বাদশাহকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'গৌড়াধ্যক্ষ' ও 'গৌড়েশ্বর' প্রভৃতি আখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যথা—

গৌড়াধ্যক্ষ যবন রাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া॥

চৈঃ চঃ মধ্য ১ম

অন্যত্র এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—

আর দিন **গৌড়েশ্বর** সঙ্গে একজন।
আচম্বিতে গোসাঞি-সভাতে কৈল আগমন॥

* * *

সনাতন কহে, তুমি স্বতন্ত্র **গৌড়েশ্বর**।

* * *

এত শুনি **গৌড়েশ্বর** উঠি ঘরে গেলা।

* * *

চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ।

অন্যত্র—

এথা **গৌড়ে** সনাতন আছে বন্দিশালে।

চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ

এই স্থানে যেমন 'গৌড়' শব্দে প্রাচীন গৌড়নগর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আবার অন্যত্র 'গৌড়' বলিতে সমগ্র বঙ্গদেশ লক্ষিত হইতে দেখা যায়। যথা—

গৌড়ের ভক্ত আইসে, সমাচার পাইল॥

* * *

গৌড় হইতে সর্ব্ব বৈষ্ণবের আগমন।

* * *

গৌড়ভক্তে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে।
প্রত্যব্দ আসিবে রথযাত্রা দরশনে॥

* * *

গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায়।

চৈঃ চঃ মধ্য ১ম।

* * *

আর যত ভক্তগণ **গৌড়-দেশ-বাসী**।
প্রত্যব্দে প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি'॥

চৈঃ চঃ আদি ১০ম।

গৌড়দেশে পূর্ব্ব শৈলে করিল উদয়।

চৈঃ চঃ আদি ১।৮৫

*   *   *

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ **গৌড়দেশে**।

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৪২

*   *   *

শুনিয়াছি **গৌড়দেশে** সন্ন্যাসী ভাবুক।
কেশব-ভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক॥

চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১১৬

*   *   *

এই মত দুই ভাই **গৌড়দেশে** আইলা।
গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি হৈলা॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১।৩৭

*   *   *

গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১৭

*   *   *

তাহাতে দেখিতে আইসে সর্ব্ব **গৌড়দেশ**।

চৈঃ চৈঃ অন্ত্য ২।২০

*   *   *

সকল বৈষ্ণব যবে **গৌড়দেশে** গেলা।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১১৩

*   *   *

হেন কালে **গৌড়দেশের** সব ভক্তগণ।
প্রভু দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।১৫৭

*   *   *

গৌড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২।৬৫

"'গৌড়দেশ' শব্দটী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' আরও নিম্নে লিখিত স্থানগুলিতে দৃষ্ট হয়—মধ্য ১৯।২৩৮, ২৫।২৪৮; অন্ত্য ২।৮, ১২।৭, ১৩।৩২, ১৬।৯, ৩৮, ৭৭ এবং 'গৌড়' শব্দটী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নলিখিত স্থানে দৃষ্ট হয়—আদি ১।১০২, ১১।১৪; মধ্য ১।১৩১, ১৪৮, ১৬৬, ২১২, ১৭।১৬, ৫২, ২০।৩; অন্ত্য ১।১৩, ৩৭, ৯৩, ২১৪, ২২১; ২।১৫, ৪০, ৪৪; ৩।১৮৯, ৪।৩, ২৬, ১০৫, ২১৪, ২১৫, ২৩২; ৬।১৭৮, ২৪৮; ৭।৪৭, ৫৪, ১০।৫, ১০৭; ১২।৬৯, ১০৭, ১১০, ১৭৮।

এই 'গৌড়' শব্দ হইতে 'গৌড়ীয়' প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিম্নলিখিত স্থান গুলিতে 'গৌড়ীয়া' শব্দটীর উল্লেখ আছে—আদি ১।১৯, মধ্য ১২। ১২৭, ১৮।১৬৬, ১৭২, ১৭৫; ২০।৮৪, ২৫।১৯৯, অন্ত্য ১।৫৮, ৬।২৪২, ১০।৪৬, ৪৮; ১৩।৩৫, ৭৫; ২০।১৪৩।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের স্থানে স্থানে 'গৌড়ীয়ার নাথ' (অন্ত্য ২০।১৪৩), 'গৌড়ীয় সম্প্রদায়' (অন্ত্য ১০।৪৬) ও গৌড়ভক্ত' প্রভৃতি শব্দ দৃষ্ট হয়। আমরা পর পর পরিচ্ছেদে 'গৌড়ীয় সম্প্রদায়' পরিচয় বর্ণনকালে এই সকল কথা আরও বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিব।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতেও 'গৌড়' শব্দের এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়,—

"বিপ্র রাজা **গৌড়ে** হইবেক হেন আছে।"

চৈঃ ভাঃ আদি ৩।১০

*   *   *

কেহ বলে, বিপ্ররাজা হইবেক **গৌড়ে**।

চৈঃ ভাঃ আদি ১২।২৬৮

*   *   *

গৌড়, তিরহুত, দিল্লী, কাশী আদি করি'।
গুজরাট, বিজয়নগর, কাঞ্চিপুরী॥
হেলঙ্গ, তৈলঙ্গ, ওড্র দেশ আর কত।
পণ্ডিতের সমাজ সংসারে আছে যত॥

চৈঃ ভাঃ আদি ১৩।১৬১, ১৬২।

*   *   *

শেষখণ্ডে সন্ন্যাসিরূপে নীলাচলে স্থিতি।
নিত্যানন্দ স্থানে সমর্পিয়া **গৌড়**-ক্ষিতি॥

চৈঃ ভাঃ আদি ১।৯১

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকেও 'গৌড়' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

শ্রীচৈঃ। মুকুন্দ! ময়ি গতে সতি শ্রীপাদ-নিত্যানন্দেন ক গতং।

মুকু। গৌড়ে।

(৮ম অঙ্ক)

* * *

সার্ব্বভৌমঃ। তদনুমীয়তে **গৌড়ীয়া** এবৈতে ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যস্য প্রিয়-পার্ষদাঃ। (৮ম অঙ্কঃ)

'সঙ্গীত-মাধব-নাটকে' শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পূর্ব্বাশ্রমের পিতৃব্যভ্রাতা শ্রীসন্তোষ দত্ত মহাশয়কে **'গৌড়াধিরাজ** মহামাত্য' নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনায়—

"গৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তাঁর হয় ব্রজ ভূমে বাস।"—

—বাক্যটী এখনও গৌড়দেশবাসীর ও সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের কর্ণে প্রতিনিয়ত ঝঙ্কৃত হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী কালের "ভক্তিরত্নাকর" "নরোত্তম বিলাস" প্রভৃতি গ্রন্থেও 'গৌড়' শব্দের বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন, 'গুড়' শব্দ হইতে 'গৌড়' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 'গুড়' শব্দ 'ষ্ণ' প্রত্যয় করিয়া 'গৌড়' শব্দ সাধিত হয়। পূর্ব্বকালে 'গুড়' হইতে একপ্রকার আসব অর্থাৎ মদ্য প্রস্তুত হইত। শুনা যায়, সোমপানের ন্যায় গৌড়-সুরাসব-পান-প্রথা গৌড়দেশবাসীর নিকট বিশেষ প্রিয় ছিল।

আবার কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বকালে সূর্য্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার 'গৌড়' নামে একটী দৌহিত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজ্য-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইতে তাঁহার শাসিত রাজ্যের 'গৌড়' আখ্যা হইয়াছে।

এই 'গৌড়' শব্দ হইতে 'গৌড়ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের পরম গুরু সাঙ্খ্যকারিকা-ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থলেখকের 'গৌড়পাদ' ও 'মায়াবাদ'-শত-দূষণী' বা "তত্ত্বমুক্তাবলী' গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অপর নাম "গৌড়পূর্ণানন্দ।"

ভক্তিমতী-রমণী

শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন,—

"স্ত্রিয়োবৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্" অর্থাৎ আমাকে আশ্রয় করিলে স্ত্রীই হউক্, বৈশ্যই হউক্ অথবা শূদ্রই হউক্, সকলেই পরাগতি লাভ করে। স্বরূপ-দর্শনে বাহ্য স্থূল-লিঙ্গদেহ-দর্শন নাই, সকলেই ভগবানের নিত্য দাস। বিরূপদর্শন হইতেই 'স্ত্রী' 'যোষিৎ' প্রভৃতি দর্শন ও ভোগবুদ্ধির উদয় হয়। বস্তুতঃ একমাত্র ভগবান্ই ভোক্তা আর সকলই তাঁহার ভোগ্যবস্তু। কোনও বৈষ্ণব-মহাজন গাহিয়াছেন,—

"কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব।"

কামিনী কাঞ্চন জীবের ভোগ্যবস্তু নহে। জগতের যাবতীয় কাঞ্চন শ্রীহরির সেবোপকরণরূপেই নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত; কারণ লক্ষ্মীপতি নারায়ণই সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মালিক। জগতের কোন রমণী মানুষের ভোগের বস্তু নহে; এক-মাত্র মাধবই সকলের ভোক্তা। যে সৌভাগ্যবতী রমণীর এইরূপ স্বরূপজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তিনিই ধন্যা ও কৃতার্থা। তাঁহার কায়মনোবাক্য অদ্বিতীয়-পতি শ্রীহরির সেবা ব্যতীত স্বপ্নেও নশ্বর বস্তুতে আকৃষ্ট হয় না। আমরা এইরূপ পরমপূজনীয়া কৃষ্ণৈকপ্রাণা বৈষ্ণবীশক্তিগণের চরিত্র গৌড়ীয়স্তম্ভে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব। অধুনা শ্রীরামানুজীয় সম্প্রদায়ের একটী ভক্তিমতী রমণীর চরিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শ্রীবিল্লিপুত্তুর নামক নগরে শ্রীবিষ্ণুরথাংশে জাত শ্রীবিষ্ণুচিত্ত নামক জনৈক আল্‌বারের স্বহস্ত-রচিত তুলসী-কাননে এক অমানুষীরূপ-লাবণ্যবতী কন্যা জন্মে। ইঁহার নাম ছিল অণ্ডাল। ইনি অতি মিষ্টভাষিণী ছিলেন বলিয়া ইঁহার আরও একটি নাম হইয়াছিল—গোদা। 'গাং মনোহরাং বাচাং দদাতি ইতি গোদা'। শ্রীভগবানের ত্রিশক্তির অন্যতমা ইচ্ছাশক্তি হইতে শ্রী, ভূ ও লীলা বা নীলা—এই শক্তিত্রয় ত্রিমূর্ত্তিতে সতত শ্রীবিষ্ণুসেবারতা। তৃতীয়া নীলাই দুর্গা; ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী। তাঁহারই অংশে এই কন্যার আবির্ভাব। ইনি অতি শৈশব হইতেই বালোচিত ক্রীড়া ও ক্রিয়াকলাপে কেবল কৃষ্ণা-সক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন। ইঁহার পিতা শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণের একজন পূজ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বরচিত পুষ্প-তুলসী-কাননে প্রত্যহ পত্র-পুষ্প চয়ন ও তদ্দ্বারা মাল্যাদি রচনা করিয়া বটশায়ী শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতেন। ঐ কন্যাটি পিতার অগোচরে পূজার পূর্ব্বে তদাহৃত

পুষ্পাদি লইয়া খেলা করিতেন, কখনও বা গলদেশে মাল্যধারণ করিতেন। ইঁহার পিতা একদিন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া ইঁহাকে তিরস্কার এবং ইঁহার স্পৃষ্ট ঐ পুষ্পাদি ত্যাগ করেন। সেই দিন তিনি স্বপ্ন দেখেন, তাঁহার বটশায়ী শ্রীহরি বলিতেছেন,—"আলোয়ার, তুমি কাহাকে তিরস্কার কর? কাহার স্পৃষ্ট মাল্যাদি অশুচি বোধে ত্যাগ কর? তোমার কন্যা মানুষী নহে, আমার প্রেয়সী, আমার নিত্য-সেবিকা সহচরী। তাহার স্পৃষ্ট বস্তু আমার অধিকতর প্রিয়।" তদবধি আলোয়ার আর এই কন্যার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিতেন না। অণ্ডালের বয়োন্নতির সহিত তাঁহার ভগবানের একমাত্র দাস্যের নিমিত্ত মনোবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। শ্রীনারায়ণ ব্যতীত অন্য কোন মর্ত্ত্য-পুরুষের পাণিগ্রহণ—তাঁহার হৃদয়ের কোন দেশে স্থান পাইল না। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপললনাদিগের অত্যাশ্চর্য্য ক্রীড়া তাঁহার আলোচ্য বিষয় হইল। তদ্ভাবভাবিতা হইয়া ভগবৎ-প্রেমলাভকল্পে তাঁহার চেষ্টাসমূহ লক্ষিত হইতে লাগিল। হৃদয়ের ভাব কিছু কিছু বাহ্যে প্রকাশ পাইল। বিষ্ণুচিত্ত গোদার ভাবাদি সন্দর্শনে তাঁহার হৃদ্‌গতাভিপ্রায় সংগ্রহমানসে উদ্বাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। গোদা মর্ত্ত্য-মানবের সহিত বিবাহের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া যুগপৎ দুঃখিতা ও ক্রুদ্ধা হইলেন। মর্ত্ত্যজীবের সহিত বিবাহ দিলে আমার জীবনাবসান হইবে, একথা পিতৃসন্নিধানে বলিতেও কুণ্ঠিতা হইলেন না। বিষ্ণুচিত্ত গোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং নারায়ণের কোন্ বিশেষ মূর্ত্তির কমনীয়-ভাবে তাঁহার কন্যা আকৃষ্টা হইয়াছেন জানিবার মানসে অষ্টোত্তর-শত মূর্ত্তির নামোল্লেখ করিলেন। গোদা পরম কৌতূহল-সহকারে সকল অর্চ্চার কথা শ্রবণ করিয়া পরিশেষে শ্রীরঙ্গনাথের মাহাত্ম্য ও অনুকম্পার সর্ব্বোত্তমতায় আকৃষ্টা হইয়াছেন, প্রকাশ করিলেন। এদিকে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে সেবকগণ স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহাড়ম্বরে শিবিকা, বাদ্যভাণ্ড ও লোকজন লইয়া কন্যাগ্রহণের জন্য অণ্ডাল্ বা গোদা দেবীর পিতৃভবনে উপস্থিত হইলেন। অণ্ডাল গীতবাদ্যভাণ্ডাদি সহযোগে মণিময় শিবিকায় আরোহণ করিয়া শ্রীরঙ্গে রঙ্গনাথের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে নীতা হইলেন। দেবী মণিময় শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া শেষ-শয্যারোহণ পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথে বিলীনা হইলেন। আর নরচক্ষুর গোচরীভূতা হইলেন না। বিষ্ণুচিত্ত ও অন্যান্য দর্শকবৃন্দ আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন। তখন দৈববাণী হইল,—"বিষ্ণুচিত্ত, তুমি আমাদের শ্বশুর হইলে। তোমাকে আমরা সম্মান প্রদান করি।" পঞ্চরাত্রোক্তবিধানমতে বিষ্ণুচিত্ত সমাদৃত হইলে পর তাঁহাকে বিল্লিপুত্তুরে গিয়া জীবনাবশিষ্টকাল বটশায়ীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবার অনুমতি হইল। আধুনিক পণ্ডিতগণের কালবিষয়ক গবেষণা-পাঠে জানা যায় যে, অণ্ডাল্ শকাব্দের দশম শতাব্দীতে শ্রীরঙ্গে আসিয়াছিলেন। তৎকালে যামুনাচার্য্য শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে ছিলেন। তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, অণ্ডালের ন্যায় কুলশেখরের কন্যাও শ্রীরঙ্গনাথের করগ্রহণ করেন। সুতরাং যামুনাচার্য্যের অন্ততঃ দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ইঁহাদের অভ্যুদয়কাল হওয়া উচিত। অণ্ডালদেবী-রচিত তামিল ভাষায় **'তিরুপ্পাভই'** নামক গ্রন্থ আছে। কেহ বলেন, তাঁহার রচিত তামিল-গ্রন্থের নাম **'নাচ্চিয়ার তিরুমড়ি।'**

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
কলিকাতা।

তারিখ—২৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৩।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৬ই ভাদ্র ২৩শে আগষ্ট সোমবার হইতে ৫ই আশ্বিন ২২শে সেপ্টেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার মাসব্যাপী ভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-মহোৎসব হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া উৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্য-বর্গ পরমানন্দিত হইবেন; নিম্নে উৎসবের তালিকা সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ) শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্, এ), শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন, আচার্য্যত্রিক)—(শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার সম্পাদকগণ)। শ্রীভক্তিবিনোদ আসন।

উৎসবের তালিকা

সোমবার ৬ই ভাদ্র	২৩শে আগষ্ট	শ্রীবলদেব জন্মোৎসব।
সোমবার ১৩ই "	৩০শে "	শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-উৎসব।
মঙ্গলবার ১৪ই "	৩১শে "	শ্রীনন্দোৎসব।

রবিবার ২৬শে ভাদ্র ১২ই সেপ্টেম্বর শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।
মঙ্গলবার ২৮শে „ ১৪ই „ শ্রীললিতা-সপ্তমী।
বুধবার ২৯শে „ ১৫ই „ শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামীর আবির্ভাব।
রবিবার ২রা আশ্বিন ১৯শে „ শ্রীজীবগোস্বামীর জন্মোৎসব।
সোমবার ৩রা „ ২০শে „ শ্রীভক্তিবিনোদ-জন্মোৎসব। সাধারণ মহোৎসব। অনন্ত-চতুর্দ্দশী।
মঙ্গলবার ৪ঠা „ ২১শে „ শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব।
বুধবার ৫ই „ ২২শে „ উৎসব-সমাপ্তি।

দৈনন্দিন অনুষ্ঠান।

ঊষায়—অরুণোদয়-কীর্ত্তন। প্রাতে—শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, ব্যাখ্যা, হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠী। পূর্ব্বাহ্নে—নগরকীর্ত্তন। মধ্যাহ্নে—মহাপ্রসাদ-সম্মান। অপরাহ্নে—হরিকথা ও সদাচার-শিক্ষা। সন্ধ্যায়—শ্রীচরিতামৃত-ব্যাখ্যা। প্রদোষে—হরিসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

প্রচার প্রসঙ্গ

THE UTKAL MIRROR.

Thursday the 22nd July 1926.

It will be a matter of delight for the people of Orissa to know that a new Vaishnaba Math as a branch of the Sree Chaitanya Math at Navadwip has recently been started at Cuttack under the auspices of the Sree Viswa Vaishnaba Raj Sabha. Excluding the one recently started at Cuttack, the Sabha has already started as many as sixteen branches all over India. The well known Gouriya Math of Calcutta and the Purusottam Math at Puri are two of the branches. The Sabha commands the service of a large number of highly cultured and also highly educated Vaishnabas who are solely devoted to the task of preaching the true Vaishnaba religion. The essential cult of which is *love* and universal brother-hood. We are inclined to believe that religious institutions are much more needed in India than political. India must seek salvation through spiritual culture, and not through material. It is after all, a great pleasure to us to be able to introduce the new Math (called Sachidananda Math) to the people of Orissa. The following are stated to be the objects of the Sabha.

(1) To adopt, practise and propagate pure Vaishnavism as practised and propagated by Sree Chaitanya-deva and thus to eradicate its apparently pure but realy corrupted forms prevailing every where.

(2) To establish or reinstate Maths in different places all over the world, where pure Vaishnavism (the religion of universal love and brotherhood) may be practised and which will serve as centrifuges of devotion.

(3) To admit and train the young and the old, the fallen and the hopeless. of all sections of all societies as Bramhacharies where by their real and ownselves are developed.

(4) To teach all learners the Vedic Shastras free of costs.

(5) To stop and discourage the prohibited and condemned practice of earning money etc by mechanically explaining the Shastras and singing the pastimes of Sree Krishna,the Supreme Lord , with this end in view preachers (fully awaken and able to awake the sleepers) are sent to all doors where they display their devotional activities by singing and explaining the sublime glories of the Lord which dispel the ignorance of the mind.

(6) To publish rare and costly Shastras at an easily approachable price and with easy notes.

(7) To celebrate the sacred days of appearance and disappearance in this world of the Supreme Lord and His eternal devotees at different places throughout the year to enable the home-sick to obey the injunctions of devotion.

শ্রীগৌড়ীয় মঠের আয়-ব্যয়-তালিকা

শ্রীজন্ম-মহোৎসব, শ্রীবিগ্রহ ও সাধুসেবা এবং প্রচারাদি উপলক্ষে আয়-ব্যয়।

৪৩৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ, সন ১৩৩২ সাল

আয়ের তালিকা

বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত——৭১৯৪৮৵৫

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ কুলটী, ধানবাদ, পাত্রসায়ের, আঠারবাড়ী, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, জামসেদপুর ও গরুমহিষাণি হইতে — ২৩৮২৷৷⁄১৫

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, গড়বেতা, বিষ্ণুপুর, আমলা সদরপুর, যশোহর, খুলনা, নৈমিষারণ্য, পার্ব্বতিপুর, লালমণিহাট, শক্তিপুর ও জামালপুর হইতে — ২০৯১৷৷৵১৫

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীপ্রভু, ছাতক ও বালাগঞ্জ হইতে — ৮০৬৶১৫

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ বাটকিমারী, সিলেট ও ছাতক হইতে — ৭৪৬৲

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ খুলনা, ডুমুরিয়া ও মিকসিমিল হইতে — ৪০০৲

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর হইতে — ৩৭৬৶⁄০

মাঃ শ্রীযুক্ত মদনমোহন ভক্তিমধুকর বরহমগঞ্জ হইতে — ১৯৬৷৷৴⁄১৫

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস্ পর্ব্বতমহারাজ — ৮৬৷৵৫

মাঃ শ্রীযুক্ত নরোত্তম দাসাধিকারী ধানবাদ হইতে — ৬২৷৷⁄০

মাঃ শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী — ২৫৲

মাঃ শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ ঘোষ — ৮৷৴⁄০

মাঃ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রায় সাউরী প্রপন্নাশ্রম হইতে — ৭৷৷৴⁄০

মাঃ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী — ৪৷⁄০

মাসিক বৃত্তি—৮৮১৷৷০

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ব্রহ্মচারী	১৩৫৲
„ অদ্বয় জ্ঞানানন্দ অধিকারী	৬৫৲
„ বিষ্ণুচরণ প্রহররাজ	৬০৲
„ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী	৫৫৲
„ মঙ্গলময় ব্রহ্মচারী	৫০৲
„ উপেন্দ্রমোহন অধিকারী	৪৫৲
„ এন, জি, ঘোষ	৪৪৲
„ শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৪৲

শ্রীযুক্ত সত্যপ্রকাশ অধিকারী	৩৪৲
„ প্রনবানন্দ ব্রহ্মচারী	৩০৲
„ নৃসিংহচরণ নন্দীচৌধুরী	২৬৲
„ ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়	২৫৲
„ জ্যোতিষচন্দ্র রায়	২০৲
„ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৲
„ চুনীলাল দত্ত, শ্রীনিবাস ডালমিয়া	১২৲
„ সতীশচন্দ্র দাস	১২৲
„ কনকচন্দ্র সর্ব্বাধিকারীর মাতা	১২৲
„ বনমালী মল্লিক	১২৲
„ সুরেন্দ্রনাথ বোস	১১৲
„ দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়	১১৲
„ পুলিনবিহারী মণ্ডল	১০৲
„ কুমুদকান্ত ভৌমিক	১০৲
„ কালিদাস দত্ত	১০৲
„ সদানন্দ অধিকারী	১০৲
„ বলাইচাঁদ পাল	১০৲
„ প্রাণকৃষ্ণ পড়িয়া	৯৲
„ সর্ব্বানন্দ অধিকারী	৯৲
শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র ঘোষের মাতা	৮৲
„ উপেন্দ্রনাথ সাহা	৮৲
„ দেবেন্দ্রকুমার সাহা	৮৲
„ বলাইচাঁদ মল্লিক	৭৲
„ নৃপেন্দ্রনাথ বসু	৭৲
শ্রীমতী প্রমীলাসুন্দরী বিশ্বাস	৭৲
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র দে. সরকার	৬৲
„ প্রবোধকুমার সাহা	৬৲
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ অধিকারী	৫৲
„ এ, চক্রবর্ত্তী	৫৲
শ্রীযুক্ত মাখমলাল বিশ্বাস	৫৲
„ সুরেশচন্দ্র গুহ	৪৲
„ প্রশান্তকুমার সুর	৪৲
ডাঃ নরেন্দ্রকুমার দাস	৪৲
শ্রীমতী কুসুমকুমারী দাসী	৪৲
শ্রীযুক্ত পাণ্ডব মৃধা	৩৲
„ যোগেন্দ্রনাথ আঢ্য	৩৲
„ হরিনারায়ণ নন্দী	২॥০
„ ধীরেশচন্দ্র ঘোষ	২৲
„ প্রকৃতচাঁদ বসু	২৲
„ নরেশচন্দ্র সিংহ	২৲
„ দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
„ নরেন্দ্রনাথ বসু	১৲
„ প্যারীমোহন অধিকারী	১৲

আনুকূল্য দাতৃগণ

শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র ভক্তিরত্ন	৩৮৫৲
„ অবিদ্যাহরণ দাসাধিকারী সেবাবান্ধব	২৬৫৲
আচার্য্যত্রিক কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভাগবতরত্ন	২৪৫৲
শ্রীযুক্ত হরিহর প্রসাদ সাহা	২০০৲
„ নরেশ চন্দ্র সিংহ	১৫০৲
„ রায় হরদৎ রায় চামেরিয়া বাহাদুর	১২৫৲
শ্রীমতী পুরসুন্দরী দাসী	১০৫৲

১০৬৲ টাকা হিঃ ৩ জন ৩০৩৲

শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর দাস বিরলা, রামেশ্বর লালা, যোগেশচন্দ্র ঘোষ।

১০০৲ টাকা হিঃ ৭ জন ৭০০৲

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গৌরচরণ লাহা, N. G Ghose, V. D. Sankarnarain Pillai, শীতল প্রসাদ খড়্গাপ্রসাদ, গোকুলচাঁদ আগরওয়ালা, যজ্ঞেশ্বর অধিকারী।

শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী ভক্তিগুণাকর	৯৫৲
অজ্ঞাতনামা মাঃ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী	১৫০৲
শ্রীযুক্ত অমূল্য কুমার সরকার	৭৬৲
„ আনন্দ চন্দ্র রাহুত	৭৫৲
শ্রীমতী সৌদামিনী ঘোষ	৭০৲
„ বিনোদিনী মিত্র	৬০৲
শ্রীমতী কাদম্বিনী মিত্র	৪০৲
শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র সিংহ	৩০৲
শ্রীযুক্ত রামরতন শেঠী	২৯৲

৫১৲ টাকা হিঃ ২ জন ১০২৲

শ্রীযুক্ত হরিবক্‌স গোপীরাম, নৃপেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী।

৫০৲ টাকা হিঃ ৩ জন ১৫০৲

মহারাজা বাহাদুর দিনাজপুর; বিহারীলাল মল্লিক, জীবনকৃষ্ণ মণ্ডল।

২৫৲ টাকা হিসাবে ২২ জন ৫৫০৲

শ্রীযুক্ত গোপীরাম রামচন্দ্র, জয়লাল হরগুলাল, শুকদেও দাস রামপ্রসাদ, শ্রীকিষণ মোহনলাল, রায় হজরাম গোয়েনকা বাহাদুর, নীলমণি আঢ্য, দেওয়ানচাঁদ এণ্ড সন্স, যতীন্দ্রনাথ পাল, রাজা হৃষীকেশ লাহা, তুলসীদাস রামমল, আনন্দজী হরিদাস, পূর্ণচন্দ্র বারিক, আশুতোষ দাস, শশিভূষণ মাইতি, রাজা দামোদর দাস বর্ম্মন, রাজা প্রমথনাথ মালিয়া, মাখনলাল বিশ্বাস, সাক্ষীগোপাল বড়াল, রাধারাণী দেবী, যুগলকিশোরী দেবী, পরমানন্দ ব্রহ্মচারীর মাতা, মেসার্স মোহন রামচন্দ্র, K. Banerj e

২১৲ টাকা হিসাবে ৬জন ১২৬৲

শ্রীযুক্ত দেলসুখ রায় সাগর্ম, তুলসীপ্রসাদ কোং হাতীমল বাবু, ভগবান দাস বাজাজ, নরেন্দ্রকুমার চাটার্জ্জী, মাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

২০৲ টাকা হিসাবে ১৫ জন ৩০০৲

শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, কমলাপ্রসাদ দত্ত M. A. B.L. সিদ্ধেশ্বর মজুমদার, রায় অনাথনাথ বসু, সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী, K. C. Seth, দেবপ্রসন্ন ঘোষ, মণিমাধব মিত্র ভক্তসুহৃৎ, স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু, ভবদেব মুখার্জ্জী, জীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, উপেন্দ্রনাথ বসু, লোকেন্দ্রনাথ বাগচীর মাতা, ত্রৈলোক্যনাথ মৌলিক।

১৮৲ হিসাবে ১ জন

Mr. Aruni Kumar Pillai.

১৫৲ টাকা হিসাবে ২০ জন ৩০০৲

শ্রীযুক্ত মণিলাল হরগোবিন্দ, উপেন্দ্রনাথ সাহা, ইন্দ্রকুমার আঢ্য, রণছোড় দাস পুরুষোত্তম, রায় বংশীলাল আবির চাঁদ বাহাদুর, সাধুচরণ কালীচরণ সাহা, গোপালকৃষ্ণ মদনমোহন সাহা, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, গোবিন্দরাইস মিল্‌স, এস, পি, চাটার্জ্জীর মাতা, গোপালচন্দ্র মাজি, রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুরের স্ত্রী, চৈৎরাম রামবিলাস, রাইমোহন রেবতীমোহন রায় চৌধুরী, S. C. Mitra, রামনারায়ণ নিত্যানন্দ নন্দী, ভগবান দাস শিউকিষণ লাল, কৈলাসচন্দ্র দে, রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায়, শ্রীনাথ হোড়।

দ্বারিকানাথ কবিরাজ ১৩৲

বনমালী মল্লিক ১২৲

১১৲ টাকা হিসাবে ২০ জন ২২০৲

শ্রীযুক্ত রামগোপাল লক্ষ্মীনারায়ণ, তিনকড়িদাসের স্ত্রী, রামপ্রসাদ চিমন লাল, মগনলাল কুঠারী, সন্তোষকুমার মল্লিক, মুংরীরাম বাংরো, P. S. Subramhina Pillai, রায় ভগবান দাস বর্গলা বাহাদুর, গোলাপরাও শিউ বক্‌স, মতিলাল রাধাকিষণ, P. Paramananda Pillai, নিমরাজ মুরলীধর, শ্রীনিবাস রামচন্দ্র, ব্রজলাল তুলারাম, হরসুখ দাস বালকিষণ, সুরজমল নগরমল, নারায়ণদাস বাজাজ, ত্রিভুবন হীরাচাঁদ, রেবতীমোহন রায়চৌধুরী, মুনক্কুরাম আগরওয়ালা।

১০৲ টাকা হিসাবে ৮৯ জন ৮৯০৲ টাকা

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার সাহা, বামাপদ ঘোষ এণ্ড সন্স দেবেন্দ্রকুমার সাহা, সুরেশ বিহারী রায়, **Justice M. N. Mukherjee**, সদানন্দ দাসাধিকারী, হরিশঙ্কর পাল, প্রবোধকুমার বিশ্বাস, **P. N. Biswas**, প্রশান্তকুমার সুর, প্যারীমোহন শীল, দেবীপ্রসন্ন ঘোষ, জীবনকৃষ্ণ দে, হরিদাস সেন, জীবনকৃষ্ণ রায়, শচীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, অপ্রাকৃত প্রভুর মাতা, পাঁচুগোপাল গুপ্ত, বিধুভূষণ সিংহ; **B. C. Banerjee, B. N. Ghose**, উদয়চন্দ্র দাস, কালীপ্রসাদ সরকার, কুমারকৃষ্ণ মিত্র, যোগেন্দ্রলাল আঢ্য, বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, চুনীলাল বর্ম্মন, বঙ্কবিহারী পোদ্দার, Contractor Sukhnadan, বসির আহম্মদ, কালীপদ বারিক, রমণীমোহন দত্তের মাতা, প্রদ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের মাতা, বঙ্কিমচন্দ্র অধিকারী, হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শিবদাস মুখার্জ্জী, সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, A. K. Mitra, অবিদ্যাহরণ দাসাধিকারীর স্ত্রী, ঈশানকালী নন্দি, রায় রেবতীমোহন দাস বাহাদুর, প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত, পুলিনবিহারী সেন, জটাশঙ্কর দয়ারাম, বিহারীলাল মিত্রের স্ত্রী, গোষ্ঠবিহারী মান্না, নরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, P. J. Bhattacharjee,

S. G. B se. বাহাদুর রায়সাহেব লালা, কিরণচন্দ্র দত্ত, রায় আর, এন, গুহ বাহাদুর, হরিচরণ দে, নটবর পোদ্দার, সিদ্ধেশ্বর ঘোষের পিসিমাতা, কুসুমকুমারী দেবী, প্রিয়তমা বসু, কেশবচন্দ্র ভঞ্জ চৌধুরী, নির্ম্মলকৃষ্ণ মিত্র, রামকৃষ্ণ দে, Rai Saheb Janaki Prosad. শরচ্চন্দ্র দাস, Dr. J. N. Maitra. রায় এ, সি, বানার্জ্জী বাহাদুর, তুলসীদাস চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন শীল, ভিকনচাঁদ চরোরিয়া, যোগেশচন্দ্র দাস, W. C. Banerjee, কালীকৃষ্ণ বসু, সনাতন ব্রহ্মচারী, অনাথবন্ধু দাস, শ্রীমতী শিবসুন্দরী রায় চৌধুরী, মুরলীমোহন রায় চৌধুরী, স্বরজিৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্যারিমোহন ভট্টাচার্য্য, সত্যগৌরাঙ্গ অধিকারী, যশোদানন্দন দাস অধিকারী, M. C. A. K. Paul. গোষ্ঠবিহারী কর, পান্নালাল বক্তারমল, তারিণীপ্রসাদ রায়, নলিনীরঞ্জন ঘোষ, রাজেন্দ্রকুমার নিয়োগী, গণেশচন্দ্র সান্যাল, রাজা প্রসন্নদেব রায়কট, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কুমুদকান্ত ভৌমিক, লক্ষ্মী-নারায়ণ মজুমদার।

৮৲ টাকা হিসাবে ৬ জন ৪৮৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মল্লিক, রামচন্দ্র কুমারের মাতা, উপেন্দ্রনাথ লস্কর, কালীকিশোর পশুপতি ঘোষ, প্রফুল্লনাথ সিংহ খাজাঞ্চি, যামিনীলাল, যোগেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী।

৭৲ টাকা হিসাবে ৭ জন ৪৯৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত রামজীদাস বাজরিয়া, সূর্য্যনাথ নাগ, বরদাচরণ রায়, কানাইলাল, কালকাপ্রসাদ সুকলা, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, আনন্দচন্দ্র শশীমোহন রায়।

৬৲ টাকা হিসাবে ১১ জন ৬৬৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু, ওমারসী মুন্সী কোং, প্রমোদিনী দাসী, নৃপেন্দ্রবালা চৌধুরাণী, ত্রৈলোক্যনাথ রায়, প্রবোধ কুমার সাহা, হরেন্দ্রচন্দ্র সাহা, কমলা, নৃসিংহচন্দ্র নন্দী, মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, রাধাচরণ গোস্বামী।

৫৲ টাকা হিসাবে ৬১ জন ৩০৫৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত, ইষ্টবেঙ্গল সোসাইটি, পরমানন্দ দাস, মাখমলাল বিশ্বাস, নৃপেন্দ্রনাথ বসু, রাধাগোবিন্দ পোদ্দার, জগদ্বন্ধু দত্ত, গোষ্ঠবিহারী দাসের কন্যা, ক্যালকাটা পেপার ট্রেডিং কোং, হীরালাল গদাধর লাল, কুসুমকুমারী দাসী, দেবদত্ত সরাওগী, মণীন্দ্রনাথ দত্ত, রামপদ খাঁ, এইচ,এম ঘোষ, সুরেশচন্দ্র ঘোষের স্ত্রী, রামচন্দ্র মজুমদার, হরিনারায়ণ সিংহ, গোষ্ঠবিহারী দাসের স্ত্রী, গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাস অধরচন্দ্র মহেশচন্দ্র সাহা, নরোত্তম দাস কর্ষণ দাস, নগেন্দ্রনাথ বানার্জ্জী, ভোলানাথ চাটার্জ্জী, রাজা জানকী নাথ যদুনাথ রায়, শিশুবর বসু, মনভোলা দাসী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু,ভজহরি বৃন্দাবন সাহা,গোপালচন্দ্র নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র রাণা, ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, B N Mitra ফুলচাঁদ পিরামল, তারাচাঁদ ঘনশ্যাম দাস, হেমলতা, প্রমীলা, ভবানী, রায় হরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী বাহাদুর, সতীশচন্দ্র সাহা, মানবেন্দ্রনাথ বসুর মাতা, সনৎকুমার বসু, সুপচাঁদ মুঙ্গিরাম উদয়মল চাঁদমল, সখীচরণ রায়, যামিনীকান্ত বসু, সুরেন্দ্র কৃষ্ণ রায়, গৌরহরি মিত্র, মোহিনীমোহন ঘোষ, সুদর্শন বসু, পুলিনেন্দু বসাক, Dr. K. B. Mondal, রামশরণ রাম কুমার পোদ্দার, গঙ্গাদীন সা, যামিনীনাথ মণ্ডল, যোগেন্দ্র নাথ সাহা, ক্ষেত্রনাথ পোদ্দার, বেণীমাধব বিনোদবিহারী নন্দী, ললিতমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা, সুরেন্দ্রমোহন দে, রাধাকান্ত অমৃতলাল সাহা, গোপালকৃষ্ণ কামিনীকুমার ভৌমিক, শ্রীদামচন্দ্র হারাণচন্দ্র সাহা, শ্রীমন্তচন্দ্র দাস, অমূল্যচরণ পাড়ুই, সুরেন্দ্রনাথ রায়, প্রয়াগদাস যমুনা দাস, সারদাপ্রসাদ দাস, সৌরেন্দ্রনাথ দত্ত, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুবোধ মিত্র, শৈলেশনাথ, N, C. Ghosh. উপেন্দ্রনাথ মল্লিক, M. C. Mowji, কুমার বৃন্দাবনচন্দ্র লাহা, সতীশচন্দ্র মিত্র; BT. S. M. firm Chetty Bros, ধনলক্ষ্মী বিলাস, শরচ্চন্দ্র চন্দ্র, হরদৎ রায় নন্দলাল, ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, যতীন্দ্রনাথ বসু, নৃপেন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রকুমার আঢ্য, Dr. U. C. Samanta A. P Ghose. গোলাপচাঁদ কোং, কৈলাসচন্দ্র বসু উকীল, রাধানাথ মল্লিক, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, ভগবতীচরণ সাধুখাঁ, নবীনচন্দ্র রামচন্দ্র সাহা, নেৎরাম সাগরমল, শীতলচন্দ্র গোপালচন্দ্র সাহা, কুমারজী ভোজা কোং, হরিদাস ধানজী, মাধবলাল খাইতান, হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেশ্বর লাল দ্বারকা দাস, রাজেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, আশুতোষ পাল,শুকদেবদাস রামপাল, মুন্নালাল গজানন, কানাইলাল ডাগা, ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত, মহেন্দ্রনাথ শ্রীমানি, হরিদাস সাহা, পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী, ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, অমরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, L. M. Chowdhury অটলকুমার সেন, H. K. Ghose & Co, চন্দ্রমোহন সুর, Mercantile Printing

Works. হরিহর মুখার্জী, সুরেশচন্দ্র সিংহ, কামদেব অধিকারী, শরৎকুমারী ঘোষ, কুমার জীতেন্দ্রনাথ মল্লিক, প্রমীলাসুন্দরী বিশ্বাস, রাধানাথ পাহাড়ী, হীরালাল গোয়েনকা, কিরণচন্দ্র দত্ত, অমরেন্দ্রনাথ মল্লিক, Mr S. K Roy, B. E বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র দে, নিবারণচন্দ্র ঘোষ, দীনেশচন্দ্র দাস, হেমচন্দ্র সাহা, নীলমণি হালদার, জগন্নাথ সিউদয়াল, ভোলানাথ বানার্জী, রামকুমার ঝুন ঝুন ওয়ালা, রাজা নীলকৃষ্ণ দেবের স্ত্রী, বিপিনবিহারী মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, রেবতীমোহন চৌধুরীর স্ত্রী, রাইমোহন রায় চৌধুরীর স্ত্রী,রমণীমোহন রায় চৌধুরী,ষোড়শী মোহন রায় চৌধুরী, মণিলাল, যোগেন্দ্র দত্ত, মোহন্ত গদাধর রামানুজ দাস, রাইমোহন পোদ্দার, হরেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, কুসুম কুমারী দেবী, N. C. Chatterjee কৃষ্ণপ্রসাদ দাসাধিকারী, পরম্পদ দাসাধিকারী, নারায়ণী দেবী, শিউ নারায়ণ মুন্দ্রা, রামপ্রতাপ মুন্দ্রা, গঙ্গাজল পণ্ডিত, জেঠমল পণ্ডিত, গঙ্গাজল জেঠমল, লালবিহারী দাস, অন্নদাচরণ সেন, যোগেন্দ্রনাথ সেন।

৪৲ টাকা হিসাবে ৩৮ জন ১৫২৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন, হীরালাল মণ্ডল, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমণি মণ্ডল, নরেন্দ্রনাথ দাস, হরিচরণ দে, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, সতীশচন্দ্র দাস, অতুলচন্দ্র সেন, পূর্ণচন্দ্র দাস, পি, সি, দত্তের মাতা, যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, সীতানাথ দাস, শীতলচন্দ্র নাগ, দ্বারকানাথ রাইমোহন চৌধুরী, মহারাজ হরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র গুহ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জী, বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ, আশুতোষ কুলভি, নরনারায়ণ অধিকারী, হারাণচন্দ্র সরকার, দুর্লভ-কিশোর বসাক, ভুজঙ্গভূষণ মিত্র, হরিনারায়ণ নন্দি, অভয়-কুমার নন্দি, দেবেন্দ্রনাথ রায়, দ্বারকানাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া, ফতেচাঁদ, ব্রহ্মচাঁদ, তিলকচাঁদ দাগা, কুশলচাঁদ, চুনীলাল, ডাঃ অটলবিহারী ঘোষ, ললিতকুমার ঘটক, কনকচন্দ্র সর্ব্বাধিকারীর মাতা, পুলিনবিহারী মণ্ডল।

৩৲ টাকা হিসাবে ১২ জন ৩৬৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত দীননাথ দত্ত, কালীকৃষ্ণভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, বসন্তকুমার ঘোষ, নিবারণচন্দ্র সরকার, দীননাথ দে, প্রিয়নাথ হালদার, সুধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র সাহা, উপেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, রাধানাথ দাসাধিকারী, সুবোধচন্দ্র ঘোষের মাতা, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রফুল্লকুমার সাহা, হরিশচন্দ্র, কেদারনাথ সাহা, কালীনারায়ণ সাহা, মনসাচরণ বসু, কালীকৃষ্ণ, পশুপতি ঘোষ, পাঁচকড়ি বিশ্বাস, গয়াপ্রসাদ ঘোষ, অতুলচন্দ্র চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন সরকার, মন্দাকিনী দাসী, যশোদাদুলাল দাস অধিকারী, শ্যামলাল তালুকদার, নীলমণি আঢ্য, অখিলেশ্বর সাহা, চুনীলাল শীল, শ্রীনিবাস ডালমিয়া, চন্দ্রকান্ত দাস, রামরতন বাহেটী, কেদারনাথ সেন।

২৷৷০ টাকা হিসাবে ৩ জন ৭৷৷০

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র পাল, ফকিরচন্দ্র নন্দী, মুন্সীলাল রাধাকিষণ, মদনমোহন পট্টনায়ক।

২৲ টাকা হিসাব ২১০ জন ৪২০৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত নটবর প্রধান,সতীশচন্দ্র বোস, হারওয়াটর রাজা, সিদ্ধেশ্বর দে,গয়ারাম ঘোষ, যশোদাময়ী দাসী,এক্সপ্রেস্ ট্রেডিং কোং, হরিপদ বসু, সুরেশচন্দ্র গুহ, নবদ্বীপচন্দ্র ভক্তিভূষণ, রাজেন্দ্রনাথ বক্সী, দৌলতরাম চোখানী, রাধিকা সরকার, জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ সরকার, কৃষ্ণচন্দ্র বসু, বিমলকৃষ্ণ বানার্জ্জী, কৃষ্ণবিহারী, যোগেন্দ্রনাথ, কানাই লাল সাহা, তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, সরোজিনী, সিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিজাপ্রসন্ন সেন, শ্রীপতিচরণ রায়, যুগলকিশোর রুদ্র, ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, দুর্গাপ্রসাদ, হরিশঙ্কর, বংশীধর, দুর্গাধর, বরদাপ্রসাদ ঘটক, অনন্তলাল পাকড়াসী, চক্রবর্ত্তী ব্রাদার্স, উপেন্দ্রনাথ বক্সী, কৃষ্ণলাল কুণ্ডু, গোবিন্দ রাইস মিলস্, ধর্ম্মদাস অধিকারী, দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার, রজনীকান্ত শেঠ, ললিতমোহন পাল, বক্রেশ্বর, ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর রায়, মুরলীধর আইদান, মঙ্গলচাঁদ, নন্দলাল, A. Sarkar রাসবিহারী সেন, গৌরমোহন সাধুখাঁ, উপেন্দ্রনাথ সরকার, ত্রিভুবন হীরাচাঁদ, বিপিনবিহারী পাইন, আশুতোষ নাগ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ কাপালী, নরেন্দ্রকুমার দাস, বল্লভ দাস, পূর্ণচন্দ্র সাধুখাঁ, দেবেন্দ্রনাথ পাইন, নবীনচন্দ্র, অখিলচন্দ্র সাহা, ভূতনাথ বসু। ধর্ম্মদাস শেঠ, শ্যামাদাস বাচস্পতি, বরদা কান্ত রায়, দেবেন্দ্র-লাল দত্ত পরেশনাথ সিংহ B N. Sannyal, ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষ, ব্রীজলাল তুলারাম, সত্য নারায়ণ গুমরাজ,

সুকুমার বানার্জ্জী, সরোজিনী দেবী, মনু লাল ভজন লাল, পৈরাগ দেবীদাস সা, সিদ্ধেশ্বর মুখার্জ্জী, অপূর্ব্ব-কৃষ্ণ রায়, বনমালীলাল রায় ওঙ্কারমল হীরালাল, গোপীনাথ মণ্ডল, কেদারনাথ বিশ্বাস, শীতলচন্দ্র বাগ, লছমী নারায়ণ মুরাদিয়া, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোষ্ঠবিহারী মল্লিক খগেন্দ্র নাথ মিত্র, তুষ্টলাল সাহা, নিত্যানন্দ, দ্বারিকানাথ সাহা, সতীশচন্দ্র সুরেশচন্দ্র চৌধুরী, রাধা মোহন সর্দ্দার, রামচন্দ্র কুলচন্দ্র পোদ্দার, হারাণ চন্দ্র নন্দী, গণপৎ রায় শিউমুখরাম, ভীমরাজ শিউদৎ রায়, গণেশ টিম্বার ওয়ার্কস্, নবকিশোর কামিনী কুমার রায়, যতিরাজ দাসাধিকারী নিগূঢ় কামিনী দাসী, কামিনী দাসী বৈষ্ণব দাসের মাতা, সুরজমল গঙ্গাপ্রসাদ, গণেশদাস ভূঝামল, আশুতোষ লাইব্রেরী, রামধন দ্বারকানাথ সাহা, রূপচাঁদ পাল চৌধুরী, গোপালচন্দ্র সাহা; রমানাথ ভট্টাচার্য্য, করুণাকর ব্রহ্মচারী অতুলকৃষ্ণ সাধু খাঁ, রামনারায়ণ নন্দুরাম, পঞ্চানন বকসী, হরিদাস পাল, আভাসুন্দরী মহেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত, উমা চরণ রক্ষিত, Oriental Paper Store, K. N. Tagore, রাজনারায়ণ রায়, বিনয়কৃষ্ণ রায়, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য, A. K. Halder, Kar Co, সতীপদ চক্রবর্ত্তী, শম্ভুচরণ সিংহ কোং, রামকুমার কোং, রাদলাল দাস, বুদ্ধু নাথ সুখলাল পোদ্দার, অবিনাশ চন্দ্র শীল কোং, শশধর দত্ত ওমরাও সিং, সত্যচরণ পঞ্চানন, সিংহ, চুনীলাল দে, বিপিন বিহারী দত্ত, কুঞ্জলাল দত্ত, অমিয়বালা মিত্র, ভৃগুরাম অধিকারী, হরিময় চক্রবর্ত্তী যোগজীবন কোচ, গোপালচন্দ্র দে মদন মোহন পোদ্দার রামগোপাল দত্ত, দিগম্বর হালদার, বরদা কান্ত বসু, আশুতোষ কুণ্ডু, গৌরচন্দ্র তালুকদার এণ্ড কোং, শ্যামলাল পাল চৌধুরী প্রাণনাথ সাহা, দেবেন্দ্রকুমার সাহা, সরসী বালা দাসী, দামোদর জানা, উপেন্দ্র নাথ শিকদারের মাতা, বীরভূম তসর ভাণ্ডার, অক্ষয় কুমার দাঁ, ধর্ম্মদাস সামন্ত, তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শচীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ রায়, সাধু চরণ কালীচরণ সাহা, রূপচন্দ্র যদুনাথ সাহা, কৃষ্ণচন্দ্র কানাই লাল পোদ্দার, দুর্গাচরণ সাহা, নবকিশোর অভয়চরণ সাহা, গোপিনাথ মদন মোহন সাহা, পাল ফ্রেণ্ডস্, মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, শ্রীনিবাস চন্দ্র ব্যানার্জি, নৃপেন্দ্রনাথ দেব, জিতেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী, সহায়নারায়ণ পাল প্রমীলাসুন্দরী বিশ্বাস, কুসুমকুমারী দাসী, রামচন্দ্র দে, বিষ্ণুচরণ প্রামাণিক, মুক্তাসুন্দরী রায় চৌধুরী, মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর মাতা, মোহিনীমোহন রায় চৌধুরীর স্ত্রী, শৈলেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরীর মাতা, শ্রীপতিমোহন রায় চৌধুরীর মাতা, রবীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরীর স্ত্রী, গজেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী, জগৎহরি সাহা, কানাইলাল, হীরালাল রায় চৌধুরী, রাইমোহন রায় চৌধুরী, নগেন্দ্র কুমার রায় যোগেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী, নগেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী, রাধা চরণ দাস, শিশির কুমার মিত্র, ভুপেন্দ্র নাথ মিত্রের পরিবার, কেশবচন্দ্র ভক্তিরত্ন B. D. Mazumder, রাধাবল্লভ দাস, কিরণবালা দেবী, কাদম্বিনী দেবী, রামচন্দ্র দাসাধিকারী, পরমেশ্বর দালাল, ভগবতী চরণ ব্রহ্মচারী, সতীশচন্দ্র রায়, আশুতোষ গুহ, জীবিত নাথ দাস, যতীন্দ্র মোহন সেন, আশারাম সাররা, জানকীনাথ মজুমদার, অতুলচন্দ্র বড়াল, কাশীরাম, ঠাণ্ডিরাম, হরদেও দাস জহর লাল, চন্দনমল কল্যাণী চিমনী রায় আগরওয়ালা গৌর হরি দাস কেশবচাঁদ মঙ্গলচাঁদ ঈশ্বরচন্দ্র সাহা প্রহ্লাদ আগরওয়ালা শশীকুমার বানার্জ্জী অনাথবন্ধু সরকার মহেশ চন্দ্র পাল।

১৸০ টাকা হিসাবে ৫ জন ৭৸০

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল বীট, হরলাল কুণ্ডু দিং, নগেন্দ্রনাথ সরকার, হরিপদ মণ্ডল এণ্ড ব্রাদার্স, নির্ম্মলচন্দ্র মুখার্জ্জী,

১।০ টাকা হিসাবে ৪ জন ৫৲

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সরকারের মাতা, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, শম্ভুনাথ রুদ্র।

১৲ টাকা হিসাবে ৪৩৮৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস, রাইভূষণ দাস, উমেশচন্দ্র নিয়োগী, গোপালচন্দ্র মাইতি, কুঞ্জবিহারী ঘোষ, ত্রিকমজী জীবন দাস, গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ সুরেন্দ্রনাথ কর ও চৌধুরী কোং, হরিদাস মণ্ডল বিপিনচন্দ্র খাঁ, কার্ত্তিকচন্দ্র কালীচরণ ঘোষ, হুসেন আহম্মদ ইসমাইল, বিপিনবিহারী নন্দী, জ্ঞানদাপ্রকাশ খাঁ, কালীপ্রসাদ সরকার, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, গোবিন্দচন্দ্র দাস, চণ্ডীচরণ সাধুখাঁ প্রিয়নাথ মাজি, গোপাল চন্দ্র নন্দী, দেবেন্দ্রনাথ বানার্জ্জী, চণ্ডীচরণ সাধুখাঁ, তুলসীচরণ মাজি, মাধবচন্দ্র সাহা, হরমোহন সাহা, অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী, হরিদাস দত্ত, ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, দেবেন্দ্র-

নাথ কালিদাস চৌধুরী, গুণেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, রামকানাই মদনমোহন কৈলাসচন্দ্র কুণ্ডু, রাজেন্দ্রনাথ দে, প্রিয়গোপাল মুখোপাধ্যায়, উমাচরণ দে গোষ্ঠবিহারী পাল, বিহারীলাল দে, হেমাঙ্গচরণ চক্রবর্ত্তী, পাঁচকড়ি পাল, পোস্তার রাণী মাতা, পরীক্ষিৎচন্দ্র নাথ দালাল, হরিদাস পাল, যশোদালাল পাল, হরিদাস গোবিন্দচন্দ্র সাহা, রাধাবল্লভ নলিনীকুমার দাস, নকড়ি বঙ্কবিহারী পাল, মধুসূদন ঘোষ, জহরলাল আঢ্য, মতিলাল দত্ত, বিপিনচন্দ্র ধর এণ্ড কোং, ঈশানচন্দ্র দে, ভবতারণ হাজরা, গঙ্গানারায়ণ সামন্ত, শরচ্চন্দ্র বসু, সত্যচরণ কুমার এণ্ড ব্রাদার্স নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, রতনচন্দ্র সাধুখাঁ, বলরাম সাহা, শিবচন্দ্র সাহা, দ্বিজেন্দ্রনাথ অধিকারী, M. N. Das, বুদ্ধু হুনিয়া, লক্ষ্মীনারায়ণ, দ্বিজেন্দ্রকুমার মনোমোহন সাহা, রায় মন্মথনাথ পালচৌধুরী বাহাদুর, গণেশচন্দ্র ঘটক, মতিলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ দে, বিপিন চন্দ্র নন্দী, সুরেন্দ্রকুমার বাগ্‌চী, দশরথ সাহা, তারানাথ দত্ত হরিশ্চন্দ্র রামকানাই ভূঞা, মহানন্দ মণ্ডল, রামনাথ মণ্ডল, রামরবি মুখার্জ্জী, গরবিনী দাসী, শ্রীমন্ত সাধু খাঁ, শশিভূষণ সাধুখাঁ, বৈষ্ণবচরণ মণ্ডল, বিশ্বেশ্বর সন্ন্যাসী, বঙ্কেশ্বর রেবতীশ্বর রায়, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রজেন্দ্র লাল পাল সুদর্শন বসুর মাতা, কৈলাসচন্দ্র প্রামাণিক হারা মাহিতি, নরেন্দ্র শেঠ, তিনকড়ি শেঠ, হরিসাধন মণ্ডল, বাহাদুর মল রূড়মল, নেতারাম পিতারাম চৌধুরী, প্রকাশচন্দ্র ঘোষ, P. C Dutt পদ্মরাজ জৈন, সুধাংশুকুমার মুখার্জ্জী, যজ্ঞেশ্বর সাহা, হরিপ্রসাদ বসাক, বিনোদবিহারী সাহা, চন্দ্রকান্ত দে, জানকী নাথ সাহা, অক্ষয়কুমার সাহা, কনকচন্দ্র সর্ব্বাধিকারীর মাতা, গৌরমোহন শশিভূষণ কুণ্ডু, মতিলাল সাহা, অবিনাশচন্দ্র সাহা, মদনমোহন কর্ম্মকার, কিশোরীমোহন সাহা, সতীশ চন্দ্র সাহা, ধরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, অমূল্যচরণ সাধুখাঁ রাধাবিনোদ সোনারিমোহন সাহা, ভূষণচন্দ্র সাধুখাঁ, নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, বৃন্দাবনচন্দ্র বোস, তারাপদ বোস, গিরিশচন্দ্র ভূঞা, চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার পাল, Dr. S. K. Nag, নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, হরিদাস মণ্ডল চণ্ডীচরণ নন্দী, প্রসন্নকুমার সাহা, রামধন দাস, ঠাকুর দাস, গোবিন্দলাল তারাচাঁদ, ধনঞ্জয় শীল, হরিধন গাঙ্গুলী, রামপ্রসাদ দুর্গা প্রসাদ, গোপেশ্বর পাল, অপূর্ব্বচন্দ্র বিজয়গোপাল ভড় মদনমোহন বদরীপ্রসাদ, N. P. De & Co, রমণচন্দ্র দাস মদনলাল চামেরিয়া, ঘোষ কোং N. C. Bose মতিলাল আশ, আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ হালদার যতীন্দ্রমোহন সাধুখাঁ অনাথনাথ মণ্ডলের বাটী রাধাকিষণ মাড়োয়ারী হৃষীকেশ হাজরা গাংজী সাজাহান কোং অনাথ নাথ মণ্ডল নয়ানসি কুমারজী রতনলাল রামরতন বসন্ত লাল শিবলাল রাইমোহন রাই চৌধুরী মনোহরলাল ফুল চাঁদ মনোহর অনাথবন্ধু সামন্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ পাইন S. S. Rattanlal হরিদাস আলুনী রামকৃষ্ণ রক্ষিত মহানন্দ দত্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার নীরোদমোহন রায় Biswas Co, Chowdhury Bros গণপৎ রায় মতিলাল বনবিহারী জগচ্চন্দ্র সাহা রামচন্দ্র উদ্ধবচন্দ্র, হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কালিদাস দীনবন্ধু সাহা রায়, N. C. Mitra, Indo Burma Trading Co. নলিনীনাথ মিত্র Basu & Friends উদয়চাঁদ সামন্ত গোবিন্দচন্দ্র সামন্ত A. K Chakravarty বলদেও সা Mr. Pillai ভগলা সাহা অবনীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনঙ্গমোহন রায় রূপচন্দ্র পাল চৌধুরী দেবেন্দ্রনাথ দেবঘরিয়া ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস সুরেশচন্দ্র মুখার্জ্জী দুলালচন্দ্র রায় চৌধুরী ত্রিলোচন রায় মহেন্দ্রনাথ নন্দী নিবারণচন্দ্র সাধুখাঁ বিপিনবিহারী দত্ত অরুণচন্দ্র মাল নন্দলাল চন্দ পাঁচকড়ি ঘোষ রায় শৈলেন্দ্র নাথ বানার্জ্জী বাহাদুর সুশীলকুমার আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ পড়িয়া শ্যামাচরণ সমাদ্দার দ্বারিকানাথ কর্ম্মকার রসিকলাল পাথারি যোগেন্দ্রনাথ দাস রামগোপাল মহাদেও জগত্তারণ সামন্ত নির্ম্মলকুমার বারীন্দ্রকুমার মণ্ডল হরিপদ ঘোষ এণ্ড সন্স Dr. J. N. Gupta সুধীরচন্দ্র দে নরেন্দ্রনাথ সরকার হেম চন্দ্র পাল রামমোহন নন্দী কোং রামব্রহ্ম পূর্ণচন্দ্র নন্দী গৌরচন্দ্র নন্দী গোপালকৃষ্ণ নিয়োগী শশিভূষণ দত্ত ইন্দ্র নারায়ণ মাইতি সূর্য্যকুমার জানা রাখালচন্দ্র দত্ত কনকচন্দ্র পাল সত্যচরণ পাল Agarti Ghose Co সুরেন্দ্রনাথ রায় বনওয়ারী লাল সাহা অর্জ্জুন দাস হরিরাম পঞ্চানন নফরচন্দ্র সাহা ইসলাম মহম্মদআলী ভূপেশ দাস গুপ্ত দুর্গা চরণ রায় নিমাইচরণ বিশ্বাস Sikdar Nephew & Co হরিপদ শিকদার হারাণচন্দ্র বিশ্বাস চন্দ্রনাথ গোপালচন্দ্র সাহা রামদুর্ল্লভ সাধুচরণ রায় কৃষ্ণচন্দ্র পাল রমণী চূড়ামণী পাল মাধবচন্দ্র কৈলাসচন্দ্র সাহা ডেম্বুরচরণ নবীনচন্দ্র সাহা পাঁচকড়ি রায় নবীনচন্দ্র হরিমোহন সাহা সুরজমল হরি-

প্রসাদ সুদর্শন সুরেন্দ্রকুমার রায় সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু লছমী নারায়ণ সাহা কামিনী দাসী চন্দ্রকান্ত বসু প্রতাপচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় হরিচরণ অধরচন্দ্র বৈশ্য সাহা অরুণচন্দ্র রায় চৌধুরী মতিলাল সাহা প্রতাপচন্দ্র সেন এণ্ড ব্রাদার্স S C. Ghose বামাচরণ গুহ কুঞ্জবিহারী ঘোষ গুণসিন্ধু নস্কর নীলমাধব রজনীকান্ত ঘোষ কেদার বক্স দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষের মাতা, কালিদাস মুখার্জ্জী যতীশচন্দ্র রায় সন্তোষ কুমার রক্ষিত হরিমোহন অনন্তলাল পাল চৌধুরী রসিক লাল পাল চৌধুরী সুরেন্দ্রকুমার রায় হরেন্দ্রকুমার সাহা কুঞ্জলাল চৌবে ব্রজেন্দ্রনাথ দে অচ্যুতানন্দ যোগেশচন্দ্র পুলিনবিহারী পাল অবিনাশচন্দ্র মজুমদার উমানাথ তত্ত্বনিধি কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য বর্গলাচরণ বসন্তকুমার রায় মহেশচন্দ্র সেন রজনীকান্ত ঘোষ বিনরাজ মাড়োয়ারী মহেন্দ্রনাথ গাইন এণ্ড কোং বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণমোহন রায় অন্নপূর্ণা রাইস মিল্স রামপ্রসাদ মহাদেব, জণ্ড বাবু কে সি ধর, মোহিতলাল কুণ্ডু যুধিষ্ঠির দালাল ভুবনেশ্বর নাথ দালাল পূর্ণচন্দ্র নাথ দালাল মহেন্দ্র চন্দ্র দে চন্দ্র নাথ কুণ্ডু সাধুচরণ শরচ্চন্দ্র সাহা পঞ্চানন সাহা জানকীনাথ রায় বিনয়কৃষ্ণ সাহা বেণী মাধব দাস ষষ্ঠী গুপ্ত কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ অঘোর নাথ সরকার ঘোষ কোং অবিনাশ চন্দ্র দত্ত হরিনারায়ণ পাল মধুসূদন রুদ্র যতীন্দ্র মোহন দাস উপেন্দ্র নাথ দাস শিউ পূজন রায় ইন্দ্রামল রায় মধুসূদন শীল দুল্লভচাঁদ ভূপতি নন্দী ব্রাদার্স নীরোদবরণ দে অজেন্দ্রনাথ দে এণ্ড কোং বলাইচাঁদ শীল সত্যানন্দ দে শ্যামচাঁদ সেন কালীকৃষ্ণ চন্দ্র এণ্ড সন্স পান্নালাল দাস রসিকলাল চন্দ্র মহীতোষ সেন বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা দালুরাম ব্রাহ্মণ প্রমথনাথ দে জগত্তারণ দাস সত্যেন্দ্রনাথ দাস শৈল সরকার সতীশচন্দ্র সাহা মুকুন্দ লাল মণ্ডল গাঁগম বাবু গোপাল বাবু হরিপদ ভুক্তা ইন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য শিবকৃষ্ণ লাহা লক্ষ্মীপ্রিয়া দাসাধিকারী পান্নালাল নাগ ক্ষুদিরাম মিত্র কুমারেশ চন্দ্র ঘোষ শৈল বালা মিত্র সনাতন ব্রহ্মচারী বিষ্ণুদাস প্রামাণিক শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী শীতলচন্দ্র মিত্র ফণীভূষণ চ্যাটার্জ্জী গিরিধারী কুণ্ডু শশীভূষণ কর্ম্মকার কাশীলাল শীল Dr. K. L Gupta যামিনীকান্ত মিত্র নগেশচন্দ্র সরকার রাজেশ্বর সাহা রামকুমার গুরুচরণ পোদ্দার ইন্দ্রচন্দ্র কুণ্ডু বঙ্কবিহারী পোদ্দার মতিচাঁদ পোদ্দার সাধুচরণ পোদ্দার রামরতন গঙ্গাসাগর পোদ্দার গোলকচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র সাহা ভগবানচন্দ্র গোলদার রাখালদাস সাহা সাধুচরণ কর্ম্মকার হলধর শ্রীনিবাস শিকদার তারাপ্রসাদ কৃষ্ণপ্রসাদ সুরচাঁদ সাহা ললিত মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র সাহা কৃষ্ণচন্দ্র সনাতন পাল যোগেন্দ্র নাথ গৌরচন্দ্র রাম চন্দ্র সাহা হরিদাস সাহা বরদা কান্ত চন্দ রতন তারিণীচরণ সাহা রামলাল চণ্ডিচরণ সাহা মধুসূদন সোম বেণীমাধব দত্ত অতুলচন্দ্র কুণ্ডু রাজেন্দ্র চন্দ্র দে সরকার পূর্ণচন্দ্র দে জীবন কৃষ্ণ গোস্বামী কেদার নাথ ঘোষ উপেন্দ্রনাথ দেবের স্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ দেব জিতেন্দ্রনাথ নন্দন রাইভূষণ দাস দেবেন্দ্র কুমার সাহা কৃষ্ণলাল দে সুরেন বাবু বিহারীলাল পাল বিজয়গোবিন্দ সাহা শ্রীপতিমোহন রায় চৌধুরী সত্যেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর মাতা নিকুঞ্জ বিহারী সাহা দিগম্বরী রায় চৌধুরাণী নীলমাধব সাহা রায় দুর্গানাথ সাহা উপেন্দ্র নাথ সাহা নন্দহরি বসাক ভুবন মোহন সাহা শশীমোহন বসাক মেধু বসাক গোপালচন্দ্র বসাক রামরূপ পাঠক রাজেন্দ্র পাঠক সহদেব পাঠক শুকলাল পাঠক রাধামোহন পাঠক লালগোবিন্দ পাঠক রামদৎ ওেতয়ারী নারায়ণ সিং জয়চন্দ্র সিং মনরাখন পাঁড়ে গদাধর মান্না শ্রীনাথ পড়িয়া নটবর পোদ্দার দেবেন্দ্র কুমার সাহা তুপরাম ওসাল যোগেশচন্দ্র সেন বিভূতিভূষণ রায় জেসরাজ রামপ্রতাপ জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লাগন চন্দ্র অধিকারী ভগবান দাস শিউ নারায়ণ নন্দলাল ধর বসন্ত কুমার দাস জানকী প্রসাদ দ্বিজেন্দ্র নাথ পাল অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য শরচ্চন্দ্র দাশগুপ্ত হারাণ চন্দ্র মল্লিক শরচ্চন্দ্র গুপ্ত অবিনাশ চন্দ্র রায় অস্কারণ দুগার নিমাইচাঁদ পাটোয়ারী যোগেন্দ্রনাথ বসু জ্ঞানদা প্রসাদ দত্ত হরিমোহন দাস রাধিকা চরণ চক্রবর্ত্তী বরদা কান্ত গাঙ্গুলী যোগেন্দ্র দত্ত, হরিদাস বিশ্বাস শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সুরেশচন্দ্র দাস অনিলকুমার বিশ্বাস অবিনাশচন্দ্র ঘোষ জগবন্ধু সরকার রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শশীভূষণ চাটার্জ্জী।

খুচরা প্রণামী	১৬৮৫॥৵০
সাবেক তহবিল	৫০৲
মোট জমা	১৬১১১৵৫